আঙ্কল টমস কেবিন

(মিসেস হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো কর্ত্তৃক লিখিত)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক :
রবীন বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রঞ্জিত দাস

মূল্য : দশ টাকা

মুদ্রাকর :
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টার্স
শ্রীসত্যনারায়ণ মণ্ডল
৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

বেন-হুর

এক

জিওন-শৈলের প্রাসাদোদ্যান—

কাল জুলাই মাসের মধ্যভাগ। তখন বেলা দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মের তাপ প্রচণ্ড।

উদ্যানটি মধ্যভাগ হইতে চারিধারে ক্রমে ঢালু হইয়া গিয়াছে। তাহার কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে, একটি ফোয়ারা ও একটি মর্ম্মর জলাধার। জলাধারটির মাঝে মাঝে ছোট ছোট মর্ম্মর দরজা বসানো। দরজাগুলি খুলিয়া দিলে জলাধারের জল উদ্যানে বেড়াইবার পথগুলির দুইধারের খালগুলিতে প্রবেশ করিয়া সেগুলি ভরিয়া তুলে। তাহার স্পর্শে বাতাস কিছু পরিমাণে সজল হইয়া উঠে। সেই শুষ্ক প্রদেশে কেবল এই উদ্যানটিতে ঐরূপ ব্যবস্থা আছে।

ফোয়ারাটির কাছ হইতে কিছুদূরে একটি স্বচ্ছ জলাশয়। তাহার তীরে বেত ও করবীর ঝোপ। এই গাছগুলি জোরডান নদীর তীরে ও ডেড্‌সীর ধারেও জন্মিয়া থাকে। জলাশয়টি ও গাছগুলির মাঝে যে ব্যবধান আছে, সেখানে বসিয়া দুইটি কিশোর অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছে।

মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য ; বাতাস তপ্ত ও স্থির, গ্রীষ্ম অসহ্য। কিন্তু তাহাদের সেদিকে খেয়াল নাই। কিশোর দুইজনের মধ্যে একজনের বয়স উনিশ বৎসর ; অপর জনের বয়স হইবে সতেরো বৎসর। দুইজনেরই আকৃতি সুন্দর এবং প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, তাহারা দুই ভাই। দুইজনেরই মাথার চুল ও চোখের তারার রঙ কালো ; মুখের রঙ রৌদ্রদগ্ধ। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বয়সের যেমন পার্থক্য ছিল—বসিয়া থাকিলেও বয়সের অনুপাতে পরস্পরকে দেখাইতেছিল তেমনই ছোট-বড়।

বয়োজ্যেষ্ঠটির মাথায় কোন আবরণ নাই। তাহার পরিধানে জানু অবধি ঢিলা জামা ; পায়ে স্যান্ড্ল। বসিবার আসনে সে নীল রঙের একটি আলখাল্লা বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া আছে। তাহার গায়ের জামাটিতে হাত ও পা ঢাকা পড়ে নাই। তাহার হাত-পায়ের রঙও মুখের রঙের মত লাল। তাহার ব্যবহার, আকৃতি ও কণ্ঠস্বরে বুঝা যাইতেছে যে, সে সম্ভ্রান্তবংশীয়। তাহার পোষাকটি সুকোমল কৃষ্ণাভ পশমের এবং গলা, হাতা ও নীচের দিকের কিনারায় পাড়ের মত লাল রঙ করা। পোষাকটি কোমরের সঙ্গে গুছিদেওয়া ডোর দিয়া বাঁধা। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, সে রোমান। কথা বলিবার সময় তাহার সঙ্গীকে নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের মনে করিয়া তাহার দিকে সে মাঝে মাঝে রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং তাহার ব্যবহারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইতেছে, তথাপিও তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে। কেননা কেবল এই দেশে নয়,

রোমেও তাহাদের পরিবারের অত্যন্ত সম্মান। সে-যুগে এই অবস্থাটা ছিল বিশেষরূপে বিবেচনার বিষয়।

প্রথম সিজারের সহিত তাঁহার শত্রুদের যে ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব হয়, সেই দ্বন্দ্বে ব্রুটাসের বন্ধু ছিলেন একজন মেসালা। পরে অক্টেভিয়াস সাম্রাজ্যাভিলাষী হইলেও মেসালা তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করেন। অক্টেভিয়াস সিংহাসন অধিকার করিয়া সম্রাট অগাস্টাস নাম গ্রহণ করেন এবং মেসালার পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে ঐশ্বর্য্য ও উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। মেসালার পুত্রটিকে তিনি প্রেরণ করেন, জুডিয়া প্রদেশে রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের ভার দিয়া। সেই সময় হইতে তিনি জেরুজালেমে রহিয়া যান এবং প্রধান পুরোহিতের সহিত প্রাসাদে বাস করিতে থাকেন। ক্ষণপূর্ব্বে যে কিশোরটির বর্ণনা করিলাম, সে জুডিয়ার সেই রাজস্ব-কর্ম্মচারীর পুত্র। তাহার পিতামহের সহিত শ্রেষ্ঠ রোমানদের যে সম্পর্ক ছিল, কিশোরটি সর্ব্বদাই তাহা মনে করিয়া চলিত।

মেসালার সঙ্গী কিশোরটির আকৃতি তাহার চেয়ে সামান্য ক্ষীণ। তাহার পরিধানে সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্রের পোষাক। সে সময় জেরুজালেমে যে ধরণের পোষাকের প্রচলন ছিল, তাহার পোষাকটিও সেই ধরণের। তাহার মাথা একখানি বস্ত্রে ঢাকা। বস্ত্রখানি মাথার সহিত একগাছি হলুদরঙের রজ্জু দিয়া এমন-ভাবে বাঁধা যে, তাহা কিশোরটির কপালখানির উপর নামিয়া কাঁধের দুইপাশে ঝুলিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই বুঝা

যায় যে, সে য়িহুদি-বংশসম্ভূত। রোমান কিশোরটির সৌন্দর্য
কঠোর ও নির্ম্মল ; কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য নিবিড় ও কোমল।

সে বলিল—"তুমি বল নি, কাল রোমের নতুন প্রতিনি
আসবেন ?"

—"হ্যাঁ, কাল।"

—"কে তোমাকে বলেছে ?"

—"ইশমায়েল—নতুন শাসনকর্ত্তা—যাঁকে তোমরা ব
প্রধান পুরোহিত। তিনি আমার বাবাকে কাল রাতে
বলেছিলেন। একজন ঈজিপতবাসীর কাছ থেকে খবরটা এলে
আরও বিশ্বাসযোগ্য হত ; কেননা ঈজিপতের লোকেরা সত্য কথ
কাকে বলে তা ভুলে গেছে। এমন কি, একজন ইতুমায়ানে
কাছে শুন্‌লেও খবরটা বিশ্বাস করা যেত। এরা আবা
এমন যে, সত্য কথা কি, তা কোনদিন শেখেই নি
নিশ্চিত হবার জন্য আজ সকালে দুর্গের একজন ক্যাপটেনে
সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন, নতুন প্রতিনিধি
অভ্যর্থনার জন্যে আয়োজন হচ্ছে ; অস্ত্ররক্ষকেরা হেলমেট আ
টুপি পালিশ করছে ; ঈগল আর গ্লোবগুলোকে আবার গিল্‌
করা হচ্ছে। যে বড় ঘরগুলো এতদিন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে
ছিল, খুলে সেগুলো ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে। যে-স
নতুন সৈন্য তাঁর সঙ্গে আসবে, তারা থাকবে ঐ সব ঘরে।"

য়িহুদি কিশোরটি, অন্যমনস্কভাবে জলাশয়ের দিকে
তাকাইয়া নীরব হইয়া রহিল।

—"এই বাগানেই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে একদিন বিদায় নিয়েছিলাম। তোমার শেষ কথাগুলো ছিল— 'জগদীশ্বরের শান্তি তোমার সঙ্গে যাক।' আমি বলেছিলাম— 'দেবতাগণ তোমাকে রক্ষা করুন।'…তোমার মনে পড়ে জুডা? সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত কত দিন হয়েছে?"

জুডা রোমান কিশোরটির দিকে তাহার আয়ত চোখ দুটি ফিরাইল। তাহার দৃষ্টি গভীর ও চিন্তাচ্ছন্ন। সে রোমান কিশোরটির চোখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"পাঁচ বছর। সে-বিদায়ের কথা আমার মনে আছে তুমি রোমে চলে গেলে। আমি তোমাকে বিদায় দিয়েছিলাম…তুমি তখন কেঁদেছিলে। কেননা আমি তোমাকে ভালবাসতাম। তারপর কত বছর চলে গেছে, তুমি আবার আমার কাছে ফিরে এসেছ, শিক্ষিত রাজকুমারোচিত আদব-কায়দায় দুরস্ত হয়ে—আমি তোমাকে বিদ্রূপ করছি না। তবুও আমার মনে হচ্ছে, তুমি যদি সেই মেসালাই থাকতে!"

রোমান কিশোরটি ঈষৎ হাসিল; বলিল—"আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি?"

য়িহুদি কিশোরটি গভীর নিঃশ্বাস টানিয়া লইল এবং তাহার কোমরে যে রজ্জু বাঁধা ছিল, তাহা একটু আকর্ষণ করিয়া বলিল —"এই পাঁচ বছরে আমিও কিছু শিখেছি। বড় কলেজটিতে পাঠ করে শিখেছি, জুডিয়া আগে যা ছিল, এখন তা নেই। একটা স্বাধীন-রাজ্য আর জুডিয়ার মত একটা সামান্য প্রদেশের মধ্যে

যে পার্থক্য আছে, তা আমি জানি। জুডিয়া এখন আর স্বাধীন রাজ্য নয়···রোমের অধীন একটা সামান্য প্রদেশমাত্র। আমার দেশের অবমানে আমি রুষ্ট না হলে একটা সামারিটানের চেয়েও নীচ ও ঘৃণ্য হতাম। ইশমায়েল আইনতঃ প্রধান পুরোহিত নয়। মহান্ হ্যানা—রাজা হেরডের ছেলে—জীবিত থাক্‌তে সে প্রধান পুরোহিত হতেও পারে না। কেননা হেরড ছিলেন এই জুডিয়ার রাজা। যাঁরা সহস্র বৎসর ধরে আমাদের ভগবান ও ধর্ম্মের সেবা করেছেন, হ্যানা তাঁদেরই একজন। তাঁর—"

মেসালা তীক্ষ্নস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে বলিল—"ও! এবার আমি তোমার কথা বুঝেছি। তুমি বলতে চাও, ইশমায়েল একজন প্রতারক। কিন্তু একটা য়িহুদি হওয়াতে কি আছে! সমস্ত মানুষ, সমস্ত জিনিষ, এমন কি স্বর্গ-মর্ত্ত্যও বদলে যেতে পারে; কিন্তু য়িহুদির কখন কোন পরিবর্ত্তন নেই। তার কাছে অগ্র-পশ্চাৎ কিছু নেই—তার পূর্ব্বপুরুষ আদিতে যেমন ছিল, সেও এখনও ঠিক তেমনই আছে। এই বালিতে আমি একটা বৃত্ত আঁক্‌ছি—এই যে! এখন বল, একটা য়িহুদির জীবন এর চেয়ে বেশি কি? এর ওপরই সে ঘুরপাক দেবে—মাঝখানে ভগবান, এইখানে আব্রাহাম আর জেকব। ঐ বৃত্তটা—বজ্রাধিপের দোহাই—খুব বড় হয়েছে। আমি আর একটা আঁক্‌ছি।" বলিয়া সে বালিতে অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া তাহার চারধার দিয়া অন্য আঙুল কয়টি ঘুরাইয়া গেল। তারপর বলিল—"এই বুড়ো আঙুলের জায়গাটা

হচ্ছে দেবালয় আর এই আঙুলের দাগগুলো হচ্ছে জুডিয়া। এর বাইরে আর কিছুর মূল্য নেই কি? স্থাপত্য শিল্প! রাজা হেরড ছিলেন মস্ত স্থপতি; তিনি বহু অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে সেজন্য সকলে দিয়েছিল অভিশাপ। চিত্র! ভাস্কর্য্য! তা দেখাও তোমাদের পাপ! কাব্য কেবল তোমরা বেঁধে রেখেছ বেদীর সঙ্গে। তোমাদের মধ্যে বক্তৃতা দেবারই বা চেষ্টা করে কে? যুদ্ধেও তোমরা ছ'দিনে যা জয় কর, সপ্তম দিনে তা নষ্ট করে ফেল। এই তোমাদের জীবন আর তার সীমা। আমি যদি তোমাদের বিদ্রূপ করি, তাহলে আমাকে নিষেধ করবে কে? হায়! জুডা! তোমার ওপর আমার করুণা হয়। তুমি আর কি হতে পার?"

য়িহুদি কিশোরটি জলাশয়ের কাছে সরিয়া গেল; মেসালার অলস ও গাঢ় কণ্ঠস্বর আরও অলস ও গাঢ় হইল। সে বলিতে লাগিল—"হাঁ, জুডা, তোমার ওপর আমার দয়া হয়। তোমাদের জীবনে উন্নতিও নেই, বৈচিত্র্যও নেই; তার কোন সুযোগও নেই। দেবতাগণ তোমাদের সহায় হোন। কিন্তু আমি—"

জুডা উৎসাহহীন কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমাদের পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হওয়া ভাল···মনে হচ্ছে, আমার না আসাই উচিত ছিল ···আমি চেয়েছিলাম বন্ধু এবং পেলাম একজন—"

—"রোমানকে।" মেসালা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল।

য়িহুদিটির হাতদুইখানি মুষ্টিবদ্ধ হইল। কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। মেসালা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বেঞ্চির উপর হইতে নীল জামাটি তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল ও তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। চলিতে চলিতে তাহার পাশে উপস্থিত হইয়া সে য়িহুদিটির কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"দুজনে যখন ছোট ছিলাম, তখন এইভাবে তোমার কাঁধে হাত রেখে বেড়িয়েছি। এখন ফটক অবধি হাতখানা এইভাবে রাখা যাক।"

মেসালা গম্ভীর ও কোমল হইবার চেষ্টা করিলেও তাহার মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক পরিহাসব্যঞ্জক ভাবকে দূর করিতে পারিল না। জুডা এই ঘনিষ্ঠতাতে আপত্তি প্রকাশ করিল না।

—"তুমি বালক; আমি বয়স্ক পুরুষ। সেই ভাবেই আমাকে কথা বলতে দাও।"

রোমান কিশোরটি যে ভাবে বয়স্ক ব্যক্তির মত করিয়া কথাগুলি বলিয়া গেল, তাহা অতি চমৎকার। মেনটার টেলিমেকাসকে শিক্ষা দিবার সময়ও এতখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন না। কয়েক গজ গিয়া রোমানটি আবার বলিল—"তোমার বিষয় আমি বিশেষ করে যা বল্‌তে চাই, আমার মনে হয়, তুমি এখন তা শুনতে পার।…আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি যথাসাধ্য তোমার কাজ করব। তোমাকে বলেছিলাম, আমি সৈনিক হতে চাই। তুমিও কেন সৈনিক হও না? যে

গণ্ডির মধ্যে জীবনযাপন কর, সেটা থেকে বেরিয়ে এস না কেন?" জুডা কোন উত্তর দিল না।

মেসালা বলিয়া যাইতে লাগিল—"বুদ্ধিমানের মত কাজ কর। তোমাদের সব সংস্কার ছেড়ে দাও। অবস্থাটা যেমন, তাকে ঠিক সেই ভাবে দেখ।...রোমই জগৎ। লোকের কাছে জুডিয়ার কথা জিজ্ঞাসা কর; তারা বলবে, রোমের যা ইচ্ছা জুডিয়ারও ইচ্ছা তাই।"

দুইজনে তখন ফটকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। জুডা দাঁড়াইল এবং তাহার কাঁধ হইতে মেসালার হাতখানি ধীরে নামাইয়া দিল। তারপর তাহার সম্মুখে ফিরিল। তাহার দুই চোখে জল টল টল করিতেছে। সে বলিতে লাগিল—"তুমি রোমান, সেইজন্যে আমি তোমার কথা বুঝতে পারি। তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে না, কেননা আমি য়িহুদি। তুমি আমাকে আজ বুঝিয়ে দিয়েছ, আমরা পূর্ব্বে যেমন বন্ধু ছিলাম, এখন আর সে রকম বন্ধু হতে পারি না—কখনই না। এখানে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। তোমার শান্তি হোক্।"

মেসালা তাহার দিকে হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল। জুডা ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে, মেসালা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর সেও ফটক দিয়া বাহির হইতে হইতে মাথা নাড়িয়া নিজের মনে বলিল—"তাই হোক। ইরসের মৃত্যু হয়েছে: এখন মঙ্গল গ্রহেরই রাজত্ব।"

দুই

রোমান কিশোরটির কাছ হইতে বিদায় লইবার কিছুক্ষণ পরেই য়িহুদি কিশোরটি একখানি গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। গৃহখানির গঠন সুদৃঢ় ও সুন্দর। তাহার দরজা-জানালা-ফটকে কারুকার্য্য-করা। কিশোরটি দরজার সম্মুখে দাঁড়াইতেই তাহা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া গেল। কিশোরটিও দ্রুতপদে ভিতরে প্রবেশ করিল; দ্বাররক্ষক যে তাহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল, সেদিকে সে কিছুমাত্র মনোযোগ দিল না।

দশ-পনেরো ধাপ পার হইয়াই সে একটি প্রকাণ্ড চত্বরে উপস্থিত হইল। চত্বরটির একদিকে একটি দ্বিতল গৃহের সম্মুখভাগ। গৃহখানির একতলাটি কয়েক অংশে বিভক্ত। উপর তলাটির সম্মুখে বারান্দা, বারান্দার উপর ছাদ। বারান্দা দিয়া পরিজনগণ যাওয়া-আসা করিতেছিল। ভিতরে যাঁতা ঘোরার শব্দ হইতেছে; চত্বরে লম্বা দড়িতে সারি সারি পোষাক শুকাইতেছিল। বাতাসে সেগুলি উড়িতেছে। পায়রার ঝাঁক ও কতকগুলি কুক্কুট চত্বরে নির্ভয়ে মনের আনন্দে যথেচ্ছ চরিয়া বেড়াইতেছে। একতলাটির বিভিন্ন অংশগুলিতে রহিয়াছে, কতকগুলি করিয়া ছাগল, গরু, গাধা ও ঘোড়া। চত্বরের এক জায়গায় দেখা যাইতেছে, প্রকাণ্ড একটি জলের চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাটির দেওয়াল চারটি অত্যন্ত স্থূল। প্রথমটির মত পূর্ব্বদিকেও একটি প্রাচীর। তাহার পাশ দিয়া পথ।

এই দ্বিতীয় পথটি পার হইয়া কিশোরটি একটি চত্বরে উপস্থিত হইল। এই চত্বরটি প্রশস্ত ও চতুষ্কোণ। ইহার চারধারে ছোট ছোট গাছের ঝোঁপ ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ। প্রত্যহ যত্ন ও জল পাইয়া সেগুলি হইয়াছে সতেজ ও সুন্দর।

চত্বরটির উপর দিয়া কয়েক পা গিয়া সে দক্ষিণে একটি ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। ঝোপটির এক অংশ কুঁড়ি ও ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে সে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিল এবং সাদা ও লাল চওড়া বারান্দাটি পার হইয়া চলিল।

বারান্দাটির উত্তর দিকে একটি দরজা। তাহার উপর চাঁদোয়া রহিয়াছে। কিশোরটি দরজার পরদাখানি তুলিয়া কক্ষের ভিতরে চলিয়া গেল। পরদাখানি দরজার উপর ঝুলিয়া পড়িতেই আবার কক্ষটি হইল অন্ধকার। মর্ম্মর মেঝের উপর দিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সে একটি পালঙ্কে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। তাহার কপালখানি রহিল, বাহু দুইটির উপর।

রাত্রি তখন নামে, একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা হইতে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। কিশোরটি তাহার ডাকে সাড়া দিলে স্ত্রীলোকটি ভিতরে প্রবেশ করিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল—"সকলের খাওয়া হয়ে গেছে; এখন রাত্রি। আমার ছেলেটির কি ক্ষিদে পায় নি?"

সে উত্তর দিল—"না।"

—"তোমার অসুখ করেছে কি?"

—"ঘুম পাচ্ছে।"

—"তোমার মা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন।"

—"মা কোথায়?"

—"ছাদের ঘরে।"

কিশোরটি চঞ্চল হইল এবং উঠিয়া বসিল। তারপর বলিল—"বেশ। আমাকেও কিছু খাবার এনে দাও।"

কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া আসিল। তাহার হাতে একখানি কাঠের থালা। তাহার উপর একপাত্র দুধ, খানকয়েক টুক্‌রা রুটি, কিছু হালুয়া, একটি পাখীর ঝোল, মধু ও লবণ। থালাখানির একধারে একপাত্র সুরা, আর একধারে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ।

প্রদীপটির আলোয় স্ত্রীলোকটিকে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে; মুখের রঙ কালো, চোখ দুটিও কালো। সেই মুহূর্তে সে-দুটি স্নেহে কোমল হইয়া আসিয়াছে। তাহার মাথায় একখানি সাদা কাপড় পাগড়ির মত করিয়া জড়ানো। কিন্তু কানের নিম্নভাগে তাহাতে ঢাকা পড়ে নাই। সে কে, তাহার কানে বড় বড় দুটি ছিদ্র দেখিয়াই বুঝা যায়। সে একজন ক্রীতদাসী। তাহার পিতা-মাতা ছিল, ঈজিপ্তবাসী। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পৌঁছিলেও সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। অবশ্য মুক্তি পাইলেও সে তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিত না। কেননা যে ছেলেটির সহিত সে এখন কথা বলিতেছে, সে তাহার

প্রাণস্বরূপ। ছেলেটি যখন শিশু ছিল, তখন সে তাহাকে মানুষ করিয়াছে, কৈশোরেও সে তাহাকে স্নেহ্-যত্নে লালন করিয়াছে। সেইজন্য এই পরিবারের চাকরি সে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। তাহার স্নেহদৃষ্টির কাছে সে চিরদিনই সেই শিশুটি হইয়া থাকিবে।

কিশোরটি খাইবার সময় একবারমাত্র কথা বলিয়াছিল। —"আম্‌রাহ্! মেসালাকে তোমার মনে পড়ে? সেই যে এখানে এসে থাকত—?"

—"মনে পড়ে।"

—"সে বছর কয়েক আগে রোমে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে আজ আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম।" কিশোরটির দেহ-মনের মধ্য দিয়া ঘৃণার শিহরণ বহিয়া গেল।

আম্‌রাহ্ বলিয়া উঠিল—"আমি জানতাম যে, একটা কিছু ঘটেছে। আমি মেসালাকে কোনদিনই পছন্দ করতাম না। সব কথা বল।"

কিন্তু কিশোরটি নীরব হইয়া গেল এবং তাহার পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে কেবল বলিল—"ওর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছে··· ওর সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।"

আম্‌রাহ্ থালাখানি লইয়া গেলে, কিশোরটিও বাহির হইয়া ছাদে চলিয়া গেল। প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল একটি টাওয়ার। কিশোরটি ছাদের উপর দিয়া সেদিকে

অগ্রসর হইল। টাওয়ারটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, নীচু, জাফরি-কাটা, উপরে গুম্বজ ও চারিধারে থাম দেওয়া। তাহার দরজায় একখানি অর্দ্ধোত্তোলিত পরদা ঝুলিতেছিল। কিশোরটি পরদাখানি তুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। কক্ষের ভিতর অন্ধকার; কেবল চারদিকে দরজার মত উপরে খিলানওয়ালা চারটি ফাঁক। সেগুলির ভিতর দিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশখানি দেখা যাইতেছিল। ফাঁক চারটির একটিতে একখানি পালঙ্কের উপর এক নারীমূর্ত্তি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার পরিধানে সাদা ও ঢিলা পোষাক। অন্ধকারে তাঁহাকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। তিনি রত্নখচিত হাত-পাখা দিয়া বাতাস করিতেছিলেন। নক্ষত্রের আলোয় রত্নগুলি চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছিল। কিশোরটির পদশব্দে তিনি নিরস্ত হইলেন এবং উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—"কে জুডা!"

—"হাঁ মা, আমি—" বলিয়া তাঁহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইল।

মা গদিতে হেলান দিয়া বসিলেন; ছেলে পালঙ্কে শুইয়া তাঁহার কোলে মাথা রাখিল। তিনি আদর করিতে করিতে বলিলেন—"আম্‌রাহ্ বলছিল, তোমার কি হয়েছে। আমার জুডা যখন ছোট ছিল, তখন তার মনে একটু-আধটু কষ্ট হলেও আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু এখন সে বড় হয়েছে, সে কথা যেন না ভোলে। আমি চাই সে একদিন বীর হয়ে উঠবে।"

—"আমি বীর হব মা; কিন্তু আমাকে সে পথে যেতে দাও। তুমি ত জান, নিয়ম আছে—য়িহুদি জাতির প্রত্যেক সন্তানকেই কোন না কোন রকম কাজ করতে হবে। আমিও সেই নিয়মের বাইরে নয়। এখন বল, আমি কি মেষ চরাব? জমি চাষ করব? কাঠ কাটব? অথবা কেরানি কিংবা উকিল হব? বল মা।...আমি মেসালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। মেসালা আমাকে যে-সব কথা বলেছে, সেগুলো বড়ই বেদনাদায়ক। কিন্তু সে যে-ভাবে কথাগুলো বলেছিল, তাতে সেগুলো হয়েছে একেবারে অসহ্য। আচ্ছা মা, আমাকে বুঝিয়ে দাও—আমার দুঃখের কারণই এই—একজন রোমান যা করতে পারে, একজন য়িহুদি তা পারে না কেন?"

মা আকাশের দিকে চকিতে একবার তাকাইয়া ছেলেটির প্রশ্নগুলির মর্ম্ম কি বুঝিতে চেষ্টা করিলেন। তারপর বলিলেন —"যদি মেসালাই শত্রু হয়, তাহলে সে যা বলেছে, সব আমাকে বল।"

মেসালা তাহাকে যাহা বলিয়াছিল, সব কথা সে বলিল, এবং তাহার কথায় য়িহুদিদের প্রতি এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাত্রার প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাও সে বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিল।

মা নীরবে সকল কথা শুনিলেন; তারপর বলিতে লাগিলেন—"এই পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন জাতি দেখা যায় নি, যারা নিজেদেরকে অন্যের অন্ততঃ সমকক্ষও না

ভেবেছে। বাবা, কোন শ্রেষ্ঠ জাতিই নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে না করে পারে নি। রোমানরা যখন য়িহুদি জাতিকে নিজেদের চেয়ে ছোট মনে করে অবজ্ঞার হাসি হাসে, তখন ঈজিপ্তীয় ও মাসিডোনীয়রা যে ভুল ও দোষ করেছিল, তারাও ঠিক সেই ভুলটাই করে। ঐ অবজ্ঞার হাসি বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে বলে ফলও হবে ঠিক একই রকমের।”

তাঁহার কণ্ঠস্বর আরও দৃঢ় হইয়া আসিল।

তিনি বলিতে লাগিলেন—“তোমার বন্ধু—অর্থাৎ তোমার অতীতের বন্ধু—তোমার কথা যদি আমি ঠিক বুঝে থাকি, তোমাকে ঠিকমতই আক্রমণ করেছে। সে বলেছে, আমাদের মধ্যে কবি নেই, শিল্পী নেই বা কোন যোদ্ধাও নেই। এর দ্বারা সে বোঝাতে চেয়েছে, আমাদের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন না। লোকের একটা ধারণা আছে যে, মানুষের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে যুদ্ধ এবং তার সবচেয়ে উন্নতি হচ্ছে, যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষতায়। সারা পৃথিবীর লোক এই ধারণাটা গ্রহণ করলেও তুমি যেন এর দ্বারা প্রতারিত না হও। গ্রীকরা জগতে শ্রেষ্ঠ হয়েছিল; কেননা তারা মনকে দৈহিক শক্তির চেয়ে উচ্চ স্থান দিয়েছিল বলে। কিন্তু তারাই কি এই বিষয়ে প্রথম? না—এ বিষয়ে আমরাই তাদের চেয়ে অগ্রণী।”

কক্ষটি নিস্তব্ধ হইল, কেবল হাত-পাখার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কিছু তখন শুনা যাইতেছিল না।

মা আবার বলিলেন—"শিল্পের যে অর্থে কেবল ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা বুঝায়, সেই অর্থে ধরতে গেলে একথা সত্য যে আমাদের মধ্যে কোন শিল্পী নেই।" তাঁহার কণ্ঠস্বরে বেদনা ফুটিয়া উঠিল। "যদি কেউ সত্য বিচার করে দেখে তাহলে সে দেখবে, আমাদের শিল্পকলার পথ রুদ্ধ হয়েছে, বিধি-নিষেধের ফলে। তাতে স্পষ্ট করে বলছে—'কোন কিছুর প্রতিমূর্ত্তি গড়বে না।' "

জুডা বলিল—"এবার বুঝতে পারছি, গ্রীকরা কেন আমাদের চেয়ে উন্নতি করেছিল।"

—"আমাদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ লোক ছিলেন—মোজেস, ডেভিড, সোলোমন।...বাবা, ইস্রায়েলের যিনি ভগবান তুমি তাঁরই সেবা কর ; রোমের নয়।"

—"তবে আমি একজন সৈনিক হতে পারব ?"

—"কেন নয় ? মোজেস কি ভগবানকে যোদ্ধা বলেন নি ?"

এবার কক্ষটি বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

মা বলিয়া উঠিলেন—"যদি তুমি সিজারের সেবা না করে কেবল ভগবানের সেবা কর, তাহলেই আমি তোমাকে সৈনিক হবার অনুমতি দেব।"

জুডার মন শান্ত হইল ; সে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল। মা সন্তর্পণে উঠিলেন এবং জুডার মাথার নীচে একটি বালিশ রাখিয়া একখানি শাল দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তিন

জুডার পিতা ছিলেন, রাজা হেরডের একজন প্রিয়পাত্র সেইজন্য তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন জেরুজালেম ও রোমেও তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল তিনি রাজা হেরডের কোন কর্ম্মভার লইয়া একবার রোমে যান। সেখানে তিনি সম্রাট অগাষ্টাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সম্রাট তাঁহার সহিত সখ্যতায় আবদ্ধ হন। জুডার পিতা যে কেবল রাজকীয় উপহারে ধনী হইয়াছিলেন, তাহা নয়; তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন নানা উপায়ে।

সুদূর লেবানন শৈলমালার উপত্যকাভূমিতে যে সকল মেষপালকেরা মেষপাল চরাইত, তাহারা বলিত, তিনি ছিলেন তাহাদের প্রভু। সমুদ্রতীরস্থ নগরে এবং সমুদ্র হইতে দূরেও তাঁহার মালপত্র আমদানি-রপ্তানির ঘাঁটি ছিল; তাঁহার জাহাজ-গুলি স্পেনের খনি হইতে রৌপ্য বহন করিয়া আনিত। তখন স্পেনের রৌপ্যখনিগুলি রৌপ্যপূর্ণ বলিয়া সুবিখ্যাত ছিল। তাঁহার ক্যারাভানগুলি অতিদূর পূর্ব্ব দেশ হইতে বৎসরে দুইবার রেশম ও মশলার সম্ভার লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিত।

কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তিনি ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্রে ডুবিয়া মারা যান। তখন তাঁহার জীবন ছিল পূর্ণতার ও সাফল্যের আনন্দে উজ্জ্বল। তাঁহার মৃত্যুতে জুডিয়ার সকলেই ব্যথিত হয়।

তাঁহার পরিবারের দুইজনের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। তাঁহাদের একজন হইতেছেন, তাঁহার বিধবা-পত্নী, অপরজন তাঁহার পুত্র। এই দুইজন ছাড়া তাঁহার একটি কন্যা ছিল। তাহার নাম, টিরজা। এই মেয়েটি পরমাসুন্দরী। তাহার ভ্রাতার চেয়ে সে বয়সে ছোট।

পরদিন সকালে টিরজার গানে জুডার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জুডা বলিয়া উঠিল—"অতি চমৎকার, টিরজা, অতি চমৎকার।"

টিরজা জিজ্ঞাসা করিল—"গান?"

—"হাঁ—গায়িকাও। আমার ছোট বোনটির জন্যে আমি গর্ব্ব বোধ করি। ঐ রকম সুন্দর আর কোন গান জান?"

—"অনেক। কিন্তু এখন ও সব থাক। আম্‌রাহ্ আমাকে বল্‌তে পাঠালে যে, সে তোমার জন্যে খাবার আনছে; তোমাকে নীচে যেতে হবে না।"

সেই মুহূর্ত্তে আমরাহ্ একখানি থালায় একটি হাত-মুখ ধুইবার পাত্র, জল ও একখানি গামছা লইয়া কক্ষে আসিল।

জুডা হাত-মুখ ধুইল। টিরজা জুডার চুলগুলি ঠিক করিয়া দিতে আরম্ভ করিলে আমরাহ্ বাহির হইয়া গেল। চুলগুলি ঠিক হইলে সে কোমর হইতে একখানি ছোট আরসি খুলিয়া লইয়া তাহা জুডার মুখের সামনে ধরিল। আরসিখানি ধাতুনির্ম্মিত। সেকালে জুডিয়ার সকল তরুণীই কোমরে একখানি করিয়া ছোট আরসি গুঁজিয়া রাখিত।

ইতিমধ্যে দুইজনে আবার কথা-বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল।

জুডা বলিল—"আমি চলে যাচ্ছি—"

টিরজা বিস্ময়ে হাত দুখানি নামাইল; বলিল—"চলে যাচ্ছ? কখন? কেন!"

জুডা হাসিয়া উঠিল; বলিল—"এক সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন। আমি কাজ শিখবার জন্য রোমে যাচ্ছি—"

—"কিন্তু তুমি এখানেও ত কাজ শিখতে পার। যদি তুমি বণিক হতে চাও, এখানেও ত তা হতে পার—"

—"আমি ও বিষয় ভাব্‌ছি না। পিতা যা ছিলেন পুত্রকেও যে তাই হতে হবে, আমাদের আইনে তা বলে না।"

—"তুমি আর কি হতে পার?"

গর্ব্বভরে জুডা বলিল—"যোদ্ধা—সৈনিক।"

টিরজার চোখ দুটি ছল্‌ ছল্‌ করিয়া উঠিল; বলিল—"তুমি যুদ্ধে মারা যাবে।"

—"ভগবানের ইচ্ছা যদি তাই হয়, হোক। কিন্তু টিরজা, সমস্ত যোদ্ধাই যুদ্ধে মারা যায় না।"

অশ্রুভারে টিরজার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

জুডা বলিয়া যাইতে লাগিল—"যুদ্ধ হচ্ছে বিদ্যা। এটা ভাল করে শিখ্‌তে গেলে শিক্ষালয়ে যাওয়া দরকার। রোমানদের শিক্ষালয়ের চেয়ে ভাল শিক্ষালয় পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।"

রুদ্ধনিশ্বাসে টিরজা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি রোমের পক্ষে যুদ্ধ করবে না?"

—"আর তুমি—এমন কি, তুমিও রোমকে ঘৃণা কর। সারা পৃথিবীই রোমকে ঘৃণা করে।···হাঁ, আমি তার পক্ষে যুদ্ধ করব, যদি প্রতিদানে সে আমাকে তার বিরুদ্ধে কি করে যুদ্ধ করা যায়, তা শেখায়।"

—"কবে তুমি যাবে?"

এমন সময় আমরাহ্‌র পদশব্দ শোনা গেল।

জুডা বলিল—"চুপ্‌! আমার মতলবটা ও যেন জানতে না পারে।"

বিশ্বস্ত ক্রীতদাসীটি আহার্য্য লইয়া আসিল এবং তাহাদের দুই জনের সম্মুখে একখানি টুলের উপর খাদ্যভরা থালাখানি রাখিয়া হাতের উপর একখানি গামছা ঝুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটা বড় বাটিতে জল ছিল। দুইজনে তাহাতে হাত ধুইয়া খাইতে আরম্ভ করিবে, এমন সময় বাহিরে রণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল। দুইজনে সেই শব্দের দিকে কান পাতিয়া রহিল। শব্দটা আসিতেছিল রাস্তায় তাহাদের গৃহের উত্তর দিক হইতে।

—"প্রিটোরিয়াম থেকে সৈন্যেরা আস্‌ছে। আমি দেখ্‌ব।" বলিয়া জুডা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সে ছাদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে গিয়া কার্নিশের উপর হাতের ভর দিয়া ঝুঁকিয়া রহিল এবং একমনে এমনভাবে সৈন্যদের দেখিতে লাগিল যে, বুঝিতে পারিল না, টিরজা তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ক্ষণপরেই সৈন্যদল তাহাদের দুইজনের দৃষ্টিগোচর হইল। প্রথমে একদল সৈন্য আসিল। তাহাদের হাতে লঘু অস্ত্র—শ্লিং আর ধনুক। তাহারা দুইটি ফাইলে আসিতেছিল; ফাইল দুইটির মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান। তাহাদের পর আসিতেছিল এক-দল পদাতিক। তাহাদের হাতে ঢাল ও দীর্ঘ বর্শা। তাহাদের পর বাদকগণ। তাহাদের পরে একা আসিতেছিলেন একজন অতিউচ্চপদস্থ সৈনিক। তিনি ছিলেন ঘোড়ায়। কিন্তু তাঁহার অল্প দূরে পিছনে পিছনে আসিতেছিল, একদল অশ্বারোহী সৈন্য। তাহাদের পিছনেই ছিল, আর একদল পদাতিক সৈন্য। তাহারা সমস্ত রাস্তাটি জুড়িয়া আসিতেছিল। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তাহাদের শেষ নাই।

পদস্থ সৈনিকটি সৈন্যদের মাঝে ঘোড়ায় চড়িয়া একা আসিতেছিলেন। তাঁহার মাথায় কোন শিরস্ত্রাণ নাই; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সশস্ত্র। জুডা লক্ষ্য করিল, তাঁহাকে দেখিয়াই জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছাদের আলিসায় ঝুঁকিয়া বা প্রাচীর ডিঙাইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ঘুষি দেখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা চীৎকার করিয়া তাঁহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিল এবং তিনি নীচ দিয়া যাইবার সময়, তাঁহার গায়ে থুথু ফেলিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা পা হইতে স্যান্ড্ল খুলিয়া তাঁহার দিকে এমন ভাবে ছুড়িয়া দিতে লাগিল যে, কাহারও কাহারও জুতা তাঁহার গায়ে গিয়া পড়িল। তিনি আরও কাছে আসিলে কোলাহল স্পষ্ট হইয়া উঠিল—"দস্যু,

অত্যাচারী, রোমান কুকুর! ইশমাইলকে আমরা চাই না। আমাদের হ্যানাকে ফিরিয়ে দাও।"

জুডা শুনিয়াছিল, প্রথম সিজারের প্রচলিত প্রথা হইতে একটি রীতি চলিয়া আসিতেছে এই যে, প্রধান সেনাপতিগণ সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে যখন বাহির হইবেন, তখন তাঁহারা মাথায় লরেল-পাতার মুকুট পরিবেন। সেই চিহ্ন হইতে জুডা বুঝিতে পারিল, এই পদস্থ সৈনিকটি হইতেছেন—জুডিয়ার নূতন শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি—ভ্যালেরিয়াস গ্রাটাস।

সত্য কথা বলিতে কি, রোমানটির প্রতি অহেতুক আক্রমণে জুডার মনে সহানুভূতির উদয় হইল। সেইজন্য জুডা যেদিকে দাঁড়াইয়াছিল, গৃহের সেই কোণে তিনি পৌঁছিলে সে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য কার্নিশের একখানি টালির উপর হাতের ভার দিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।

টালিখানি বহুদিন হইতেই ফাটা ছিল ; কেহ তাহা লক্ষ্যও করে নাই। জুডার ভার সহিতে না পারিয়া টালিখানির বাহিরের অংশ ভাঙিয়া নীচের দিকে পড়িতে আরম্ভ করিল। ভয়ে জুডার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ আর একটু ঝুঁকিয়া সেই ভাঙ্গা অংশটা ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার এই চেষ্টাটিকে দেখাইল ঠিক একটা কিছু ছুড়িয়া ফেলার মত।

জুডা টালির অংশটি ধরিতে পারিল না, বরং তাহার হাত লাগিয়া সেখানা দেওয়ালের কাছ হইতে আর একটু বাহির দিকে সরিয়া গেল। সে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিতেই

সৈন্যেরা উপর দিকে তাকাইল। সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিও তাকাইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে টালিখানি তাঁহার মাথায় গিয়া আঘাত করিল। তিনি ঘোড়ার পিঠ হইতে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

সৈন্যদল স্থির হইয়া দাঁড়াইল ; রক্ষিগণ ঘোড়া হইতে লাফ দিয়া তাহাদের অধ্যক্ষকে ঢাল দিয়া আচ্ছাদিত করিবার জন্য তাঁহার কাছে ছুটিয়া গেল। অন্যদিকে এই দৃশ্য দেখিয়া জনসাধারণের মনে সন্দেহ রহিল না যে, জুডা কাজটি ইচ্ছা-পূর্ব্বক করিয়াছে। সেইজন্য তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া তাহাকে 'বাহবা' দিতে লাগিল। জুডা কিন্তু নীচের দৃশ্য দেখিয়া আলিসার উপর তেমনই ঝুঁকিয়া অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার পরিণামে যে কি হইবে, তাহার মনে নিমেষে সে কথা খেলিয়া গেল।

বিদ্যুৎ-গতিতে পথের দুই ধারে ছাদে ছাদে লোকের মনে এক দুষ্ট-বুদ্ধির উদয় হইয়া সকলকে একই কাজে প্ররোচিত করিল। তাহারা কার্নিশ হইতে টালি এবং রৌদ্রদগ্ধ মাটি ভাঙিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সৈন্যদের লক্ষ্য করিয়া সেগুলি ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। ফলে দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। একপক্ষে সুশৃঙ্খলিত ও সুশিক্ষিত যোদ্ধার দল, অপর পক্ষে ক্রুদ্ধ জনসাধারণ। এই যুদ্ধে যে হত্যালীলা চলিল ও যে রক্তধারা বহিল, তাহা আমাদের গল্পের বিষয় নয়। যে ব্যক্তি ইহার মূল, তাহার কি হইল, তাহাই বলিতেছি।

সে আলিসার উপর হইতে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখখানি পাংশু হইয়া গিয়াছে। সে বলিল—"ও টিরজা! আমাদের কি হবে?"

নীচের দৃশ্যটি টিরজা তখনও দেখে নাই; কিন্তু জনসাধারণের ক্রুদ্ধ চীৎকার তাহার কানে আসিতেছিল এবং দেখিতেছিল, বাড়িগুলির ছাদের উপর সকলে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিতেছে। সে জানিত, একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা যে কি, তাহার কারণ বা কি এবং তাহার ও তাহার প্রিয়জনের যে বিপদ, তাহা সে জানিত না।

সে হঠাৎ শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে? এর মানে কি?"

—"আমি রোমান শাসনকর্ত্তাকে মেরে ফেলেছি। তাঁর মাথার ওপর টালিখানা পড়েছে।"

—"ওরা কি করবে?"

জুডা তাহাকে গ্রীষ্ম-কক্ষে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় তাহাদের পায়ের নীচে ছাদ কাঁপিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে শক্ত কাঠ ভাঙিয়া যাইবার মড় মড় শব্দ হইল। তাহার পরই হঠাৎ শোনা গেল, শঙ্কা ও বেদনার চীৎকার। শব্দটি উঠিল ভিতরের প্রাঙ্গণ হইতে।···ক্ষণ-পরেই আবার সেই রকম আর্ত্তনাদ উঠিল। সেই সঙ্গে শোনা গেল অনেকগুলি পদশব্দ, ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ও নারীকণ্ঠের কাতরধ্বনি। তাহারা যেন প্রাণভয়ে কাঁদিতেছে। সৈন্যেরা হুরদের গৃহের উত্তরের দরজাটি ভাঙিয়া

ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। জুডার মন শঙ্কায় ভরিয়া গেল। সে প্রথমে ভাবিল, পলাইয়া যাইবে! কিন্তু কোথায়? তাহার যদি ডানা থাকিত, তবেই তাহা সম্ভব হইত।

টিরজা শঙ্কাবিস্ফারিত নেত্রে তাহার বাহু চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"জুডা! এর মানে কি?"

সৈন্যেরা পরিজনবর্গকে তখন হত্যা করিতেছিল।...তাহার মাতা! সে যে-সকল কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে তাঁহারও কণ্ঠস্বর ছিল না কি? তাহার মনে যতটুকু শক্তি তখন ছিল, সে তাহার সবটুকু দিয়া বলিল—"এইখানে থাক, টিরজা...আমি যতক্ষণ না আসি, আমার জন্য অপেক্ষা কর। নীচে গিয়ে ব্যাপারটা কি, দেখে আবার তোমার কাছে ফিরে আস্‌ব।"

ইচ্ছাসত্বেও তাহার কণ্ঠস্বর তেমন দৃঢ় হইল না। টিরজা তাহাকে আরও চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু আর ভুল নয়, এবার সে তাহার মাতার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে আর ইতস্ততঃ করিল না; বলিল—"তাহলে এস।"

সিঁড়ির নীচে চাতালখানা তখন সৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে। কতকগুলি সৈন্য উন্মুক্ত তরবারি হাতে কক্ষের ভিতরে-বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছে। এক জায়গায় কতকগুলি স্ত্রীলোক পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে সৈন্যদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছিল। তাহাদের কাছ হইতে কিছুদূরে একটি

স্ত্রীলোক, তাঁহার পোষাক ছিন্ন, দীর্ঘ কেশগুলি বিপর্য্যস্ত হইয়া মুখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, একজন সৈন্যের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর সকলের চেয়ে তীক্ষ্ণ। সৈন্যটি তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। জুডা লঘু পদক্ষেপে তাঁহার দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"মা—মা।"

তিনি তাহার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন; কিন্তু তাহার গায়ে তাহা স্পর্শ করিতে না করিতে একজন জুডাকে ধরিয়া জোর করিয়া পাশে সরাইয়া দিল। আর একজনকে সে উচ্চকণ্ঠে বলিতে শুনিল—"ঐ সে।"

জুডা তাকাইয়া দেখিল—মেসালা!

সুন্দর বর্ম্মপরিহিত একজন দীর্ঘাকার পুরুষ বলিয়া উঠিলেন —"কি! গুপ্তঘাতক—ঐ! কিন্তু ও যে একটা ছোকরা।"

মেসালার মনে পড়িয়া গেল সেই কলহের কথা; উত্তর করিল—"ভগবান! নতুন কথা শুন্‌ছি। আপনি কি বলতে চান, খুন করবার আগে লোককে ঘৃণা করবার মত বয়স পেতে হবে? ঐ সে…ঐ ওর মা…ঐ যে ওর বোন্। সমগ্র পরিবারটিকেই আপনি হাতে পেয়েছেন।"

মাতা ও ভগ্নীর প্রতি স্নেহবশে সেই কলহের কথা জুডা ভুলিয়া গেল; বলিল—"মেসালা! ওদের রক্ষা কর—আমাদের শৈশবের কথা মনে করে ওদের রক্ষা কর। আমি—জুডা, তোমার কাছে করুণা প্রার্থনা করছি।"

মেসালা এমন ভাব দেখাইল যেন সে শোনে নাই। সে সৈনিকটিকে বলিল—"আপনাদের আর কোন কাজে আমাকে দরকার হবে না···রাস্তায় এর চেয়ে মজার জিনিষ দেখবার আছে···ইরস অস্ত যাও, যুদ্ধের দেবতা উদিত হও।"

কথাগুলি বলিয়া সে অদৃশ্য হইল। জুডা তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল। ব্যথাতুর অন্তরে সে বলিয়া উঠিল—"হে বিধাতঃ! যখন তুমি শাস্তি দেবে, সে সময় তুমি আমারই হাত দুখানি দিয়ে শাস্তি দিও।"

তারপর বহু চেষ্টা করিয়া সে সেই পদস্থ সৈনিকটির কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—"মশায়! ঐ যে স্ত্রীলোকটি কাঁদছেন উনি আমার মা। ওঁকে ছেড়ে দিন; আর ঐ আমার বোন। ওকেও ছেড়ে দিন। ভগবান ন্যায়ের অধীশ্বর। আপনি যদি করুণা করেন, তিনিও করুণা করবেন।"

মনে হইল, জুডার কথাগুলি যেন তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন—"স্ত্রীলোকদের দুর্গে নিয়ে যাও। ওদের আমি পরে দেখতে চাই।" তারপর যাহারা জুডাকে ধরিয়াছিল, তাহাদের বলিলেন—"দড়ি নিয়ে এস···ওর হাত বাঁধ···ওকে রাস্তায় নিয়ে যাও। ওর শাস্তি বাকী আছে।"

সৈন্যেরা মা ও টিরজাকে লইয়া গেল। জুডা শেষবারের মত তাঁহাদের দেখিয়া লইয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিল, যেন সেই দৃশ্যটি স্পষ্টভাবে সে মনে গাঁথিয়া রাখিবে। হয়ত সে চোখের জল ফেলিয়া থাকিবে, কিন্তু কেহ তাহা দেখে নাই। সে যখন

মাথা তুলিয়া হাত দুইখানি বাঁধিবার জন্য বাড়াইয়া দিল, তখন আর সে কিশোর নয়; কৈশোর ছাড়িয়া যেন পরিপূর্ণ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাঙ্গণে বিষাণ বাজিয়া উঠিল। তাহার ধ্বনি থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানটি সৈন্যহীন হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে অনেকের হাতেই মূল্যবান লুণ্ঠিত সামগ্রী। কিন্তু সেগুলি লইয়া তাহারা সারিতে দাঁড়াইতে সাহস পাইল না, জিনিষগুলি চারধারে ছড়াইয়া ফেলিল।

জুডা যখন চত্বর হইতে নীচে নামিয়া গেল, তখন সৈন্যেরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের অধ্যক্ষ তাঁহার শেষ আদেশটির পালন দেখিবার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন···

মা, মেয়ে ও পরিজনবর্গকে উত্তরের দরজা দিয়া বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। পথটি ধ্বংসাবশেষে প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

পরিজনদের হাহাকার বড়ই করুণ বোধ হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই গৃহেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তারপর যখন সৈন্যেরা ঘোড়া ও অন্যান্য পশুগুলিকে বাহির করিয়া লইয়া গেল, জুডা তখন বুঝিতে পারিল, শাসনকর্ত্তার প্রতিশোধের প্রসার কতখানি।

জুডিয়াতে আর যদি কেহ মরিয়া হইয়া একজন রোমান শাসনকর্ত্তাকে হত্যার চেষ্টা করে, তাহা হইলে হুরদের রাজোচিত মর্য্যাদাসম্পন্ন পরিবারের ভাগ্যে যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া

সে সাবধান হইবে, আর গৃহখানির এই সব ধ্বংসাবশেষ সে কাহিনী জাগাইয়া রাখিবে।

অধ্যক্ষ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন ; সেই সময় একদল সৈন্য অস্থায়ীভাবে ফটকটি সংস্কার করিয়া দিল।

পথের যুদ্ধ প্রায় শান্ত হইয়া গিয়াছিল। কেবল এখানে-ওখানে গৃহ-ছাদে ধূলা উড়িতেছিল। তাহা দেখিয়া বোঝা যাইতেছিল, তখনও যুদ্ধ কোথায়ও কোথায়ও চলিতেছে। সৈন্যদের অধিকাংশই তখন শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের আড়ম্বর ও শৃঙ্খলা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

জুডার মনে তখন আর নিজের বিষয়ে কোন চিন্তা বা ভয় নাই ; সে বন্দীদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে। সে তাহার মা ও টিরজাকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু বন্দীদের মধ্যে তাহাদের দুইজনকে দেখিতেই পাইল না।

হঠাৎ মাটি হইতে একটি স্ত্রীলোক লাফ দিয়া উঠিল। সে এতক্ষণ সেখানে পড়িয়া ছিল। জন কয়েক রক্ষী তাহাকে ধরিতে গেল ; কিন্তু পারিল না। সে ছুটিয়া জুডার কাছে গেল এবং সেখানে বসিয়া জুডার জানু দুটি চাপিয়া ধরিল। তাহার মাথার দীর্ঘ কেশগুলি ধূলায় ধূসরিত। তাহার চোখ দুটি তাহা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

জুডা বলিল—"আমরাহ্! ভগবান তোমাকে সাহায্য করুন···আমি পারি না।"

আমরাহ্‌র মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

জুডা তাহার দিকে নত হইয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—"আমরাহ্! আমার মা, আর টিরজার জন্যেও বেঁচে থাক। তারা ফিরে আস্‌বে, আর—"

একজন সৈন্য আমরাহ্‌কে টানিয়া সরাইয়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহের ফটক পার হইয়া শূন্য আঙিনায় গিয়া দাঁড়াইল।

অধ্যক্ষ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"ওকে যেতে দাও। আমরা বাড়িটার দরজা একেবারে গেঁথে বন্ধ করে দেব। ও না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে।"

সৈন্যেরা আবার কাজ করিতে লাগিল। সেই দরজাটি গাঁথা হইলে পশ্চিমের দরজায় গেল। সেই দরজাটিও তাহারা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর হুরদের প্রাসাদে আর কাহারও বাসের উপায় থাকিল না।

অবশেষে সেই সৈন্যবাহিনী দুর্গে চলিয়া গেল। শাসনকর্ত্তা যে আঘাত পাইয়াছিলেন, সেখানে তাহা হইতে আরোগ্য-লাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুস্থ হইলে তিনি বন্দিগণের প্রতি শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন।

সেই দিনের পর হইতে দশম দিনে সুস্থ হইয়া তিনি বাহির হ'ন।

চার

ঐ ঘটনার পরদিন কয়েকজন সৈন্য হুরদের শূন্য প্রাসাদে গিয়া দরজাগুলি স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া সেগুলির কোণে মোমের আস্তরণ লাগাইয়া দিল এবং ধারে প্রেক দিয়া একখানি কাষ্ঠফলক আঁটিয়া তাহাতে ল্যাটিন ভাষায় লিখিয়া রাখিল—

"ইহা সম্রাটের সম্পত্তি।"

তাহারা মনে করিল, যে উদ্দেশ্যে ইহা করা হইল, তাহার পক্ষে এই ব্যবস্থাই যথেষ্ট। তাহাদের ধারণা অবশ্য মিথ্যা নয়।

এই ঘটনার পরদিন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর হইবে, একজন সেনাধ্যক্ষ দশজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দক্ষিণ দিকে, অর্থাৎ জেরুজালেম হইতে নাজারেথে যাইতেছিল। অশ্বারোহিগণ গ্রামের কাছে পৌঁছিলেই বিষাণ বাজিয়া উঠিল। সেই ধ্বনি গ্রামবাসিগণের মনে যাদুমন্ত্রের মত কাজ করিল। তাহারা প্রত্যেক গৃহের ফটকে ও দরজায় জড় হইয়া হঠাৎ সৈন্যগণের আগমনের অর্থ কি, তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিল।

তাহাদের কৌতূহলের বিষয় হইল—একজন বন্দী। সৈন্যেরা তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। সে আসিতেছিল হাঁটিয়া। তাহার মাথায় কিছু নাই, দেহ অর্দ্ধনগ্ন, হাত দুখানি পিছনে বাঁধা। সৈন্যগণ চলিতেছে। অমনই ঘোড়ার পায়ে পায়ে ধূলা উড়িতেছে; সেই ধূলা হলুদ-বর্ণ কুয়াশার মত তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে; সময়ে সময়ে তাহা গাঢ় মেঘের

মত হইতেছে। বন্দী ক্লান্তিতে নুইয়া পড়িয়াছিল ; তাহার পা দুখানি ক্ষত-বিক্ষত ; দেহ অবসন্ন। গ্রামবাসিগণ লক্ষ্য করিল বন্দী বয়সে তরুণ।

গ্রামের কূয়ার ধারে সেনাধ্যক্ষ থামিলেন। তাঁহার সহিত অধিকাংশ সৈন্যই ঘোড়া হইতে নামিল। বন্দীও বিহ্বলের মত পথের ধূলায় বসিয়া পড়িল এবং কিছুই চাহিল না। মনে হইতে লাগিল, সে ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। গ্রামবাসিগণের সাহস থাকিলে সে বয়সে তরুণ দেখিয়া তাহাকে সাহায্য করিত।

সকলেই বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। জলের কুঁজা কয়টি সৈন্যদের হাতে হাতে ফিরিতেছে। তাহারা প্রাণ ভরিয়া জলপান করিতেছে। এমন সময় সেফোরিস গ্রামের দিক হইতে একটি লোককে আসিতে দেখা গেল। তাহাকে দেখিয়া একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল—"দেখ! ঐ ছুতোর জোসেফ আসছে।"

লোকটিকে দেখিতে প্রবীণ। তাহার মূর্ত্তি মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তাহার শিরস্ত্রাণের নীচ হইতে সাদা পাতলা চুলগুলি ঝুলিতেছে ; মুখে তাহার চেয়েও সাদা ও দীর্ঘ শ্মশ্রু বক্ষের উপর নামিয়া পড়িয়াছে। তাহার গায়ে কালো রঙের আলখাল্লা। সে ধীরে আসিতেছিল। একে বয়সের ভার, তাহার সহিত তাহার সঙ্গে ছিল কয়েকটি যন্ত্র—একখানি কুঠার, একখানি করাত এবং একখানি ছুরি—সবগুলিই অতি সাধারণ ধরণের এবং ভারী। তাহার ভাব দেখিয়া বোঝা

যাইতেছিল, সে কোথায়ও বিশ্রাম না করিয়া অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া আসিতেছে। সেখানে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে কাছে সরিয়া আসিল। তারপর "ভগবান ওর সহায় হোন" বলিয়াই আবার গম্ভীর হইয়া গেল।

জোসেফের সহিত একটি যুবকও আসিয়াছিল, কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে সে তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। সে জোসেফের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হাতের কুঠারখানি মাটিতে রাখিল এবং কূয়ার ধারে যে প্রকাণ্ড পাথরখানার উপর জলের কুঁজাটি ছিল, তাহার দিকে অগ্রসর হইল। তারপর কুঁজাটি তাহার উপর হইতে তুলিয়া লইল। সে এমন শান্তভাবে কাজটি করিল যে, রক্ষী তাহাকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই—যদি তাহার সে ইচ্ছাই থাকিত —সে বন্দীর উপর নত হইয়া তাহাকে জল দিতে লাগিল।

কাঁধের উপর যুবকটির হস্তস্পর্শে হতভাগ্য জুডা সচেতন হইয়া উঠিল এবং চোখ দুটি তুলিয়া উপর দিকে তাকাইতেই এমন একখানি মুখ সে দেখিতে পাইল, জীবনে যাহা সে কোনও দিনই ভুলে নাই—বয়সে তাহারই মত তরুণ এক যুবকের মুখ। মুখমণ্ডলের দুইধারে সোনালী রঙের চুলগুলি নামিয়া পড়িয়াছে ; তাহার চোখ দুটি গাঢ় নীল। তাহাদের আলোকে সারা মুখখানি উজ্জ্বল ও এমন কোমল, এমন স্নিগ্ধ, এমন প্রেম এবং পুণ্যময় যে, তাহা দেখিলেই মন ভক্তিতে নত হইয়া পড়ে এবং তাহার অনুগত হইবার ইচ্ছা জাগে।

জুডার মন দিবারাত্র ধরিয়া কষ্টভোগের ফলে কঠিন হইয়া উঠিলেও এবং তাহার প্রতি অত্যাচারে ও অবিচারে প্রতিহিংসা-চরিতার্থের স্বপ্নে সে এমন বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহা ছাড়া জগতে তাহার আর কিছু না থাকিলেও, সেই অপরিচিত যুবকটির দৃষ্টিতে তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। তাহার অন্তর হইয়া উঠিল, শিশুর মত। সে কুঁজাটিতে ঠোঁট দুইখানি লাগাইয়া এক নিঃশ্বাসে প্রচুর জল পান করিয়া ফেলিল। কিন্তু কেহ কাহাকেও একটি কথাও বলিল না।

তাহার জলপান শেষ হইলে, যে হাতখানি তাহার কাঁধের উপর ছিল, সেখানি তাহার মাথায় ধূলিধূসরিত চুলগুলির উপর ক্ষণিকের জন্য স্থাপিত হইল। সেই সময়টুকুই আশীর্ব্বাদের পক্ষে যথেষ্ট। তারপর সেই কুঁজাটি পূর্ব্বের জায়গাটিতে রাখিয়া কুঠারখানি তুলিয়া লইয়া রাবি জোসেফের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। গ্রামবাসীদের ও সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল।

কূয়ার ধারের দৃশ্যের ইহাই শেষ। সৈন্যদের ও ঘোড়াগুলির জলপান শেষ হইলে আবার তাহারা যাত্রা করিল। কিন্তু সেনাধ্যক্ষের মানসিক অবস্থা এবার হইল ভিন্ন প্রকারের। তিনি নিজে বন্দীকে ধূলা হইতে তুলিয়া একজন সৈন্যের পিছনে ঘোড়ার উপর বসাইলেন। নাজারাথবাসিগণও তাহাদের গৃহে ফিরিয়া গেল; তাহাদের সহিত গেল রাবি জোসেফ এবং তাহার শিক্ষানবীশ। এই ভাবে প্রথমবার জুডা ও মেরীর সন্তানের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল।

পাঁচ

নেপলসের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যে উচ্চ ভূমিটি সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে, তাহারই উপরে ছিল, সেকালের মাইসেনাম নগর। এখন সেখানে কেবল তাহার কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। সে সময়ে উহা ছিল, ইটালীর পশ্চিম উপকূলের বিশেষ বিখ্যাত স্থান।

সে সময়ে সমুদ্রের দিকে দেওয়ালের গায়ে একটি তোরণ ছিল। সেই তোরণের মধ্য দিয়া একটি রাস্তা বরাবর সমুদ্রের দিকে গিয়া তরঙ্গচঞ্চল সমুদ্রের জলের উপরও বহু দূর পর্য্যন্ত প্রস্থৃত ছিল। এক সেপ্টেম্বরের শীতল প্রত্যুষে একদল লোক উচ্চকণ্ঠে কথা বলিতে বলিতে আসিতেছিল। তোরণশীর্ষে যে প্রহরীটি পাহারায় ছিল, তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সে তাহাদের দিকে একবার তাকাইয়াই আবার তেমনই তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

দলে লোক ছিল বিশ কি ত্রিশ জন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল, মশাল-হাতে ক্রীতদাস। মশালগুলি হইতে যত আলো না হউক, ধোঁয়া হইতেছিল প্রচুর। সমস্ত বাতাস হইয়া উঠিতেছিল, ধূপের গন্ধে ভরপূর। তাহাদের প্রভুরা আগে আগে পাশাপাশি চলিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে। তাঁহার মাথার চুলগুলি পাতলা

হইয়া আসিয়াছে। তাহারই উপর রহিয়াছে একটি লরেল-পাতার মুকুট। সকলে তাঁহার সহিত যেমন ব্যবহার করিতে-ছিলেন, তাহা হইতে মনে হইতেছিল, বিশেষ একটি উৎসবের তিনিই ছিলেন কেন্দ্র। তাঁহাদের পরিধানে চওড়া-লাল-পাড়-দেওয়া পশমের টোগা।

তাঁহাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাতই প্রহরীটির পক্ষে যথেষ্ট। সে জানিত, তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; রজনীতে উৎসবের পর একজন বন্ধুকে জাহাজে তুলিয়া দিতে যাইতেছেন।

যাঁহার মাথায় মুকুট ছিল, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন বলিলেন—"না, কুইনটাস, এটা ভাগ্যদেবীর পক্ষে অন্যায় যে তিনি তোমাকে এত শীঘ্র আমাদের মধ্য থেকে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ত গতকাল তুমি সমুদ্র-যাত্রা থেকে ফিরে এসেছ। এখনও ডাঙায় চলে তোমার পা দুখানা দুরস্ত হয়নি।"

আর একজন বলিল—"গ্রীকরা ওঁকে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেরই ভর্ৎসনা করা যাক্, দেবতাদের নয়। ব্যবসা করতে শিখে তারা ভুলে গেছে কি করে যুদ্ধ করতে হয়।"

এই ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহারা তোরণ পার হইয়া ঘাটের উপর পৌঁছিলেন। সম্মুখে উষার আলোকোদ্ভাসিত উপসাগর। সুদক্ষ নাবিকের কানে তরঙ্গধ্বনি প্রিয়জনসম্ভাষণের মত বাজিতে লাগিল। কুইনটাস গভীর নিঃশ্বাস টানিলেন; যেন সমুদ্রের বাতাসের গন্ধ ধূপধুনার গন্ধের চেয়েও মিষ্ট। তিনি একখানি হাত তুলিলেন।

ঘাট হইতে দূরে একখানি রণতরীকে আসিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"ঐ সে আসছে—ঐ। কেমন লঘু গতি, কেমন সুঠাম গঠন। ঢেউগুলো দুলছে ; কিন্তু ও যেন একটা পাখী। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে আসছে। আমি ইজিয়ান সমুদ্রে যাচ্ছি। কেন, তাও শোন। এখন আমার যাত্রার সময়, সেইজন্যই বলছি। গ্রীস আর আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে যে বাণিজ্য চলছে, তা আলেকজান্দ্রিয়া আর রোমের মধ্যকার বাণিজ্যের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। একটা দিনের জন্যও তা বন্ধ হলে চলে না। তোমরা হয় ত চারসোনেশান জল-দস্যুদের কথা শুনেছ। তারা ইউক্জাইনে আড্ডা গেড়েছে। তাদের মত দুর্দ্ধর্ষ কেউ নেই। কাল রোমে সংবাদ এসেছে, তারা কতকগুলো রণতরী নিয়ে বসফোরাসে ঢুকেছে এবং বাইজানটিয়াম আর চালসিডোনের উপকূল থেকে কিছু দূরে আমাদের কতকগুলো জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে ; প্রোপোনটিস লুঠ করেছে। তাতেও তাদের তৃপ্তি হয়নি। তারা ইজিয়ান সমুদ্রেও এসেছে। পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে যে-সব শস্য-ব্যবসায়ীদের জাহাজ চলাচল করে, তারা এতে ভীত হয়ে পড়েছে। স্বয়ং সম্রাটের সাক্ষাতে তারা দরবার করেছে। ফলে রাভেনা থেকে যাচ্ছে একশ'খানা রণতরী ; আর মাইসেনাম থেকে যাচ্ছে—" বলিয়া কুইনটাস বন্ধুগণের কৌতূহল জাগ্রত করিবার জন্য ক্ষণিক নীরব থাকিয়া জোরের সহিত বলিলেন —"একখানা।"

—"ভাগ্যবান্ কুইনটাস! তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

—"সম্রাট তোমাকে নির্ব্বাচন করেছেন; তার অর্থ তোমার পদোন্নতি হবে। তোমাকে নমস্কার।"

কুইনটাস এরিয়াস বন্ধুদের কথায় মনোযোগ দিলেন না। জাহাজখানা দূর হইতে যত কাছে আসিতে লাগিল, তিনি তাহার প্রতি ততই আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চোখে স্বপ্নবিলাসীর দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। অবশেষে তিনি টোগার একপ্রান্ত ধরিয়া বাতাসে নাড়িলেন। সেই সঙ্কেতের উত্তরস্বরূপ জাহাজের পিছনের অংশে উজ্জ্বল লাল রঙের পাখার মত একখানি নিশান উড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার পরই দেখা গেল, কতকগুলি নাবিককে জাহাজের ডেকের পাশে কানার উপর। তাহারা দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া দড়ি খুলিয়া দিল। সামনের গলুইয়ের মুখ ঘুরাইয়া দেওয়া হইল এবং দাঁড়গুলি পড়িতে লাগিল আগের চেয়ে কিছু দ্রুত। ফলে জাহাজখানা অত্যন্ত বেগে কুইনটাস ও তাঁহার বন্ধুদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কুইনটাস জাহাজখানার গতিবিধির দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

জাহাজখানি দীর্ঘ, অপ্রশস্ত, নীচু এবং যাহাতে দ্রুত চলিতে পারে ও যুদ্ধের সময় কার্য্যকরী হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার সম্মুখের দিকে জল-রেখার নীচে রহিয়াছে দীর্ঘ সুদৃঢ় লৌহচঞ্চু। যুদ্ধের সময় শত্রুর জাহাজকে তাহার দ্বারা যাহাতে বিদীর্ণ করা যায়, সেই ভাবে তাহা

সুগঠিত ; জাহাজখানির দুইটি পাশও সুগঠিত এবং সুদৃঢ়। তাহার দুইপাশে উপর-নীচে তিন সারি করিয়া ছিদ্র। ছিদ্রগুলির মুখে একখানি করিয়া কঠিন চামড়ার ঢাল, সেই ছিদ্রপথে বামে ও দক্ষিণে রহিয়াছে চারখানি করিয়া দাঁড়। সম্মুখের দিকে গলুইয়ের উপর দিয়া রহিয়াছে দুটি স্থূল কাছি ; তাহার সহিত কয়েকটি নোঙর বাঁধা।

উপরের সাদাসিধা সাজ-সজ্জা দেখিয়া মনে হয়, নাবিকদের প্রধান সহায় হইতেছে, দাঁড়গুলি। কিন্তু জাহাজের প্রায় মধ্যখানে রহিয়াছে একটি সুদীর্ঘ মাস্তুল। তাহা পাশে এবং পিছনে দড়ি, কাছি ও আংটা দিয়া বাঁধা। জাহাজে রহিয়াছে মাত্র একখানি চতুষ্কোণ প্রকাণ্ড পাল। পাশে সুদৃঢ় প্রাচীরের উপরে দেখা যাইতেছে জাহাজের পাটাতন। পাটাতনের সম্মুখের দিকে তখনও কয়েকজন নাবিক দাঁড়াইয়া ছিল ; আর, সম্মুখে গলুইয়ের উপর দাঁড়াইয়াছিল একটি লোক। তাহার মাথায় হেলমেট, হাতে ঢাল।

ওক-কাঠের একশত কুড়িখানি দাঁড় একসঙ্গে পড়িতেছে-উঠিতেছে। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন, মাত্র একটি লোক সেগুলিকে পরিচালনা করিতেছে। দাঁড়গুলির গায়ে সাদা গালার আস্তরণ দেওয়া ; তাহা ছাড়া সেগুলি সমুদ্রের জলে অবিরত ধৌত হইবার ফলে তাহাদের রঙ হইয়াছে সাদা ও উজ্জ্বল। জাহাজখানি এত দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল যে, গতিবেগে তাহা এ-যুগের বাষ্পপোতেরও সমকক্ষ হইবে।

জাহাজখানি এমন বেগে, এমন অবাধে তীরভূমির দিকে অসিতেছিল যে, কুইনটাসের বন্ধু ও ক্রীতদাসগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। যে লোকটি গলুইয়ের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে একখানি হাত তুলিল। তৎক্ষণাৎ দাঁড়গুলি উপরে উঠিয়া গেল এবং ক্ষণিকের জন্য শূন্যে স্থির হইয়া থাকিয়া সোজাভাবে সমুদ্রে পড়িল। দাঁড়গুলির চারধারের জল ফেন ও বুদ্বুদময় হইয়া উঠিল। জাহাজখানি যেন শিহরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আবার সেই লোকটি হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিল ; আবার দাঁড়গুলি শূন্যে উঠিয়া জলে পড়িল। কিন্তু এইবার দক্ষিণ দিকের দাঁড়গুলি পিছনের দিকে পড়িয়া সম্মুখের জল টানিতে লাগিল ; এবং বামদিকের দাঁড়গুলি গলুইয়ের দিকে পড়িয়া পিছনের দিকে পরিচালিত হইতে লাগিল। এই ভাবে দাঁড়গুলি তিনবার পরস্পরের বিপরীত দিকে পরিচালিত হইল। ফলে জাহাজখানি যেন একটি ধুরার উপর ঘুরিতেছে এমনই ভাবে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া গেল। তারপর বাতাসের বেগে ধীরে ঘাটে আসিয়া লাগিল।

যে সময়ে জাহাজখানি ঘুরিতেছিল, সেই সময়ে সুতীক্ষ্ণ শব্দে একবার বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিয়াছিল একদল নৌ-সেনা। তাহাদের মাথায় উজ্জ্বল হেলমেট, হাতে ঢাল ও বর্শা। রৌদ্রালোকে বর্শার শীর্ষ ভাগ, হেলমেট ও ঢালগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তাহাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিয়াছিল নাবিকেরা—পদস্থ

কর্ম্মচারী ও বাদকের দল। নাবিকেরা দাঁড়াইয়াছিল পাল ও দড়ি-কাছি ধরিয়া ; আর কর্ম্মচারী ও বাদকের দল দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে। কাহারও মুখে কথা নাই, কোন অনাবশ্যক শব্দ নাই। দাঁড়গুলি ঘাটে লাগিতেই যেখানে হাল ছিল, সেখান হইতে একটি সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল।

কুইনটাস তাঁহার বন্ধুদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন— "বন্ধুগণ ! এখন কর্ত্তব্য।" তাঁহার মুখে ও স্বরে যে গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে ছিল না। তিনি মাথা হইতে পাতার মালাটি খুলিয়া ফেলিলেন। তারপর বাহু বিস্তার করিয়া বন্ধুগণকে বিদায়-আলিঙ্গন দান করিলেন।

তাঁহারা বলিলেন—"দেবতাগণ তোমার সহায় হোন।"

উত্তরে তিনি বলিলেন—"বিদায়।"

ক্রীতদাসেরা তীরে দাঁড়াইয়া মশাল নাড়িয়া বিদায়-সম্ভাষণ জানাইতেছিল। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িলেন। তারপর জাহাজের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পালক দেওয়া হেলমেট, উজ্জ্বল ঢাল ও বর্শাগুলি এবং চারধারের শৃঙ্খলায় জাহাজখানিকে দেখাইতেছিল সুন্দর। তিনি সিঁড়িতে উঠিতেই বিষাণ বাজিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে মাস্তুলে উড়াইয়া দেওয়া হইল—সেনাধ্যক্ষের পতাকা।

ছয়

তখন বেলা দ্বিপ্রহর—

জাহাজখানি সমুদ্রপথে চলিতেছে। বাতাস তখনও বহিতেছে পশ্চিম দিক হইতে। পালখানি ফুলিয়া আছে। তাহার দিকে তাকাইয়া জাহাজের অধ্যক্ষেরও হৃদয় সন্তোষে পরিপূর্ণ। তিনি প্রকাণ্ড কেবিনে বসিয়া আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধার মত। সেখানে বসিয়া তিনি জাহাজের সকলকে লক্ষ্য করিতেছেন।

কেবিনটি জাহাজের প্রায় মধ্যখানে অবস্থিত। তাহা দৈর্ঘ্যে ষাট ও প্রস্থে ত্রিশ ফিট হইবে। তাহার একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এক সারি স্তম্ভ উপরের ছাদটিকে ধরিয়া আছে। মধ্যখানে রাহিয়াছে মাস্তুলটি। মাস্তুলের গায়ে সাজানো রহিয়াছে শানিত কুঠার, সুতীক্ষ্ণ সড়কি ও বর্শা। কেবিনের উপর দিক, ছাদের নীচে, চারধারে কিছু স্থান শূন্য। সেই সকল স্থানের মধ্য দিয়া বাহির হইতে কেবিনের ভিতর আলো আসিতেছে।

কেবিনটি যেন জাহাজখানির হৃদয়। এইখানেই জাহাজের সকলে বাস করে। এইখানেই তাহারা আহার করে ও ঘুমায়; ইহাই তাহাদের ব্যায়ামের ও সুকঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্রামের স্থান।

কেবিনের পিছনের দিকে একটি প্ল্যাটফরম। কয়েকটি সিঁড়ি দিয়া তাহার উপর উঠিতে হয়। সেই প্ল্যাটফরমের উপর বসিয়াছিলেন, দাঁড়িদের সর্দ্দার। তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে একখানি বাজাইবার টেবিল। একটি হাতুড়ি দিয়া তিনি দাঁড়িদের দাঁড়টানার সঙ্গে তখন তাল রাখিয়া বাজাইতেছেন। তাঁহার পাশে রহিয়াছে একটি জলঘড়ি।

কিছু উপরে উজ্জ্বল রেলিং-ঘেরা আর একটি প্ল্যাটফরমের উপর একখানি গদিমোড়া, পিঠউঁচু ও হাতল-দেওয়া চেয়ারে বসিয়া নৌ-সেনাধ্যক্ষ এরিয়াস কুইনটাস তাঁহার সম্মুখে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছেন।

তাঁহার পরিধানে যোদ্ধার পোষাক ; কোমরে তলোয়ার। জাহাজখানির দোলনের সহিত তিনিও দুলিতেছেন। তিনি যেমন সকলকে লক্ষ্য করিতেছেন, তাঁহাকেও সকলে তেমনই গোপনে লক্ষ্য করিতেছে। এরিয়াস বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছেন, দাঁড়ীদের।

কেবিনটির দুইপাশে ষাটজন করিয়া দাঁড়ী তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া দাঁড় টানিতেছে। পরস্পরের কাছ হইতে তাহাদের প্রত্যেকের ব্যবধান মাত্র দুই হাত ; তবুও কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না এবং দাঁড় টানিবার সময় কাহারও সামান্যও অসুবিধা হইতেছে না।

দাঁড়গুলির হাতলের মধ্যে ভরা আছে সীসা এবং এমন ভাবে জাহাজের গায়ে সেগুলি বসানো যে অতি সহজেই চালনা

করা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে পরিচালন-দক্ষতাও আবশ্যক। কেননা একটু অসাবধান হইলেই দাঁড়ীরা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ঢেউয়ের আঘাতে ছিটকাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে। দাঁড়ের ছিদ্রপথে সমুদ্রের সুমিষ্ট বাতাস প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক দাঁড়ীর গায়ে লাগিতেছে। তাহাদের মাথার উপর জাফরি-কাটা পাটাতনের ছাদ। তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতেছে—আলো।

কতকগুলি বিষয়ে দাঁড়ীদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতে পারিত। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাদের অবস্থা সুখের ছিল, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। তাহাদের পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলা নিষেধ। দিনের পর দিন তাহারা নীরবে পাশাপাশি বসে এবং কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পায় না। কর্ম্মের মাঝে আহার ও নিদ্রার জন্য অতি অল্প সময়ের জন্যই তাহারা ছুটি পায়। তাহারা কখনও হাসে না; কেহ কোনদিন তাহাদের গান গাহিতেও শুনে নাই।

এক সময়ে রোমানগণ দাঁড় টানিত। কিন্তু সে অনেক দিন পূর্ব্বের কথা। এখন রোম-সাম্রাজ্য সুদূর বিস্তৃত। জাহাজের দাঁড়ীদের মধ্যে নানা জাতির লোক আছে। তাহারা সকলেই যুদ্ধের বন্দী। তাহা ছাড়া, শক্তি ও সহ্যগুণের জন্যই তাহারা এই কাজে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। দাঁড়ীদের মধ্যে রহিয়াছে, ব্রিটন, লিবিয়ান, ক্রিমিয়ান, সিদিয়ান, গল ইত্যাদি। তাহাদের দিকে তাকাইয়া দেখ, একজন এথিনীয়কে দেখিতে

পাইবে। তাহার পরেই দেখিবে, এক দৈত্যের মত বিরাটকায় একজনকে। তাহার মাথার চুলগুলি আগুনের মত লাল। লোকটা হিবারনিয়াবাসী। তাহার ওপাশে রহিয়াছে, নীল-নয়ন আর একটি দৈত্য। তাহার দেশ কিমব্রি।

তাহারা সকলেই ক্রীতদাস। সেইজন্য কাহারও নামের আবশ্যক নাই। তাহারা প্রত্যেকে এক একটি সংখ্যা দ্বারা পরিচিত। সংখ্যাগুলি তাহারা যে বেঞ্চিতে বসে, তাহার গায়ে লেখা।

কুইনটাস দুই পাশে দাঁড়ীদের একে একে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার বাম দিকে ষাট সংখ্যাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাহার বেঞ্চিখানি ছিল সকলের চেয়ে একটু উপরে। জাফারি-পথে তাহার উপর আলো পড়ায় সেনাপতি তাহাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইতে-ছিলেন। সে সরল ভাবে বসিয়া আছে। অন্যান্য সঙ্গীদের মত তাহারও পরিধানে কটিবাস। কিন্তু সেনাপতির সুনজরে পড়িবার মত কয়েকটি কারণ ছিল। সে অত্যন্ত তরুণ, বয়স বিশ বৎসরের বেশি হইবে না।

কুইনটাস তাহার তারুণ্য লক্ষ্য করিলেন। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন, তাহার দেহটি বেশ দীর্ঘ এবং উপর ও নিম্ন-ভাগের গঠন সুন্দর। তবে বাহু দুইখানি অনাবশ্যক দীর্ঘ; কিন্তু সুস্পষ্ট পেশীর অন্তরালে গঠনের এই ত্রুটিটুকুও ঢাকা পড়িয়াছে। দাঁড় টানিবার সময় সেই পেশীগুলিও সঞ্চালিত

পাইবে। তাহার পরেই দেখিবে, এক দৈত্যের মত বিরাটকায় একজনকে। তাহার মাথার চুলগুলি আগুনের মত লাল। লোকটা হিবারনিয়াবাসী। তাহার ওপাশে রহিয়াছে, নীল-নয়ন আর একটি দৈত্য। তাহার দেশ কিমব্রি।

তাহারা সকলেই ক্রীতদাস। সেইজন্য কাহারও নামের আবশ্যক নাই। তাহারা প্রত্যেকে এক একটি সংখ্যা দ্বারা পরিচিত। সংখ্যাগুলি তাহারা যে বেঞ্চিতে বসে, তাহার গায়ে লেখা।

কুইনটাস দুই পাশে দাঁড়ীদের একে একে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার বাম দিকে ষাট সংখ্যাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তাহার বেঞ্চিখানি ছিল সকলের চেয়ে একটু উপরে। জাফারি-পথে তাহার উপর আলো পড়ায় সেনাপতি তাহাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইতে-ছিলেন। সে সরল ভাবে বসিয়া আছে। অন্যান্য সঙ্গীদের মত তাহারও পরিধানে কটিবাস। কিন্তু সেনাপতির সুনজরে পড়িবার মত কয়েকটি কারণ ছিল। সে অত্যন্ত তরুণ, বয়স বিশ বৎসরের বেশি হইবে না।

কুইনটাস তাহার তারুণ্য লক্ষ্য করিলেন। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন, তাহার দেহটি বেশ দীর্ঘ এবং উপর ও নিম্ন-ভাগের গঠন সুন্দর। তবে বাহু দুইখানি অনাবশ্যক দীর্ঘ; কিন্তু সুস্পষ্ট পেশীর অন্তরালে গঠনের এই ত্রুটিটুকুও ঢাকা পড়িয়াছে। দাঁড় টানিবার সময় সেই পেশীগুলিও সঞ্চালিত

হইতেছিল। তাহার দেহের অস্থিপঞ্জরগুলিকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এই শীর্ণতা সে দাঁড় টানিবার ফলেই লাভ করিয়াছে ; ইহা দুর্ব্বলতা নয়, স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। তাহার দেহ ও কাজে এমন এক সঙ্গতি রহিয়াছে যে, সে কেবল সেনাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না, তাঁহার কৌতূহলও জাগ্রত করিল।

সেনাপতি এক সময় সচেতন হইয়া দেখিলেন, তিনি লোকটির মুখখানা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাহার মস্তকটি সুডৌল, স্কন্ধ স্থূল, নমনীয় ও সুন্দর। তাহার মুখ-মণ্ডলের দুই পাশের শ্রী ও সৌষ্ঠব প্রাচ্যদেশবাসীর মত। দেখিলেই মনে হয়, সে উচ্চবংশসম্ভূত ও তেজস্বী। এই সকল কারণে তাহার প্রতি সেনাপতির কৌতূহল আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

তিনি মনে মনে বলিলেন—"লোকটা আমার মনে একটু জায়গা দখল করছে। দেখে মনে হচ্ছে, ভালই। ওর সম্বন্ধে আরও জানতে হবে।"

দাঁড়ীটিও সে সময়ে তাঁহার দিকে তাকাইল।

সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন—"য়িহুদি—একটা ছোক্‌রা।"

সেনাপতির স্থির দৃষ্টির নীচে ক্রীতদাসটির বিশাল চোখ দুটি বিশালতর হইল ; তাহার মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল। দাঁড়খানি তাহার হাতে ক্ষণিকের জন্য স্থির হইয়া রহিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা সশব্দে জলে পড়িল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাপতির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। তারপর

—"আমার বাবা জেরুজালেমের একজন প্রিন্স ছিলেন এবং বণিকরূপে তিনি বহুবার সমুদ্রযাত্রা করেছেন। মহামতি অগাস্টাসের অতিথিশালায় তিনি পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন।"

—"তাঁর নাম?"

—"ইথামার, হুর বংশীয়।"

সেনাপতি বিস্ময়ে একখানি হাত তুলিলেন—"হুরের সন্তান—তুমি?"

ক্ষণিক নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন—"কিসের জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে?"

জুডা মাথা নত করিল, বেদনায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবার মত হইল। তারপর যখন সে নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত করিতে পারিল, তখন সেনাপতির মুখের দিকে সোজা তাকাইয়া উত্তর করিল—"ভালেরিয়াস গ্রাটাসকে হত্যা করবার চেষ্টার অভিযোগে আমি অভিযুক্ত।"

এরিয়াস কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি তোমার দোষ স্বীকার করছ?"

—"আমার পিতৃপুরুষের ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি নির্দোষ।"

কথাগুলি সেনাপতির অন্তর স্পর্শ করিল; জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বিচার হয় নি?"

—"না।"

রোমান বীর বিস্ময়ে মাথা তুলিলেন—"বিচার হয় নি ?—সাক্ষ্য ডাকা হয় নি ? কে তোমাকে দণ্ড দিয়েছিল ?"

রোমানরা যখন উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল, তখন আইনের ভক্ত ছিল না ; কিন্তু তাহাদের অবনতির সময়ে তাহারা আইনের ভক্ত হইয়া পড়ে।

হুর বলিল—"আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গারদে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি কোন লোককে দেখতে পাই নি। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে নি। পরদিন সৈন্যেরা আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে আসে। সেই থেকে আমি একজন দাস হয়ে আছি।"

—"তুমি নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে পারতে ?"

জুডা সেই ভগ্ন টালি হইতে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়া গেল। এরিয়াস মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। ক্রীত-দাসদের সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা আছে, তিনি তাহা স্মরণে আনিলেন। এই লোকটি যাহা বলিতেছে, তাহা যদি মিথ্যাও হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইহার অভিনয় নিখুঁত ; আর যদি সত্য হয়, অবশ্য য়িহুদিটি যে নির্দ্দোষ, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না, তাহা হইলে বলিতে হইবে, কেমন নিষ্ঠুরতার সহিত রোমের রাজশক্তি ইহাদের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। একটি দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের জন্য একটি পরিবারকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে ! এরিয়াস শিহরিয়া উঠিলেন।

কিছুক্ষণের জন্য সেনাপতি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষমতা অসীম। তিনিই

জাহাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ। তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইয়াছে এবং দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। তবুও তিনি নিজের মনে বলিলেন, তাড়াতাড়ির কিছু নাই। বরং সিথারাতেই শীঘ্র পৌঁছিতে হইবে। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দাঁড়ীকে এখন ছাড়িলেও চলিবে না। তিনি অপেক্ষা করিবেন ; ইহার বিষয় আরও কিছু জানিবেন। এই ছেলেটিই যে 'প্রিন্স হুর' অন্ততঃ সে বিষয়ে এবং ইহার সততা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার। সাধারণতঃ ক্রীতদাসেরা হয় মিথ্যাবাদী।

এরিয়াস বলিলেন—"এখন যাও···তোমার-আমার মধ্যে যে সব কথাবার্ত্তা হ'ল, এগুলোর ওপর কোন স্বপ্ন গড়ে তুলো না। যাও।" ক্ষণপরেই বেন-হুর তাহার নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চিখানির উপর বসিয়া দাঁড় টানিতে লাগিল।

হৃদয় যখন লঘু থাকে, তখন সকল কাজকেই মনে হয় লঘু। দাঁড় টানিতে জুডার এখন আর তেমন কষ্টবোধ হইতেছিল না। মধুকণ্ঠ বিহগের মত তাহার অন্তরে আসিয়াছে আশা। সে তাহার গান শুনিতে পাইতেছে না বা তাহাকে দেখিতেও পাইতেছে না, কিন্তু তাহার মন বলিতেছে, সে আসিয়াছে। সেনাপতি যে তাহাকে ডাকিয়াছেন এবং তাহার সকল কথা শুনিয়াছেন, এই চিন্তা তাহার বুভুক্ষু অন্তরকে শক্তি দান করিতে লাগিল। নিশ্চয়ই তাহা হইতে কোন মঙ্গল হইবে। তাহার বেঞ্চির উপর যে আলো পড়িয়াছে, তাহা উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। তাহার মনে প্রার্থনা জাগিতে লাগিল।

আট

সিথারা দ্বীপের পূর্ব্বে আন্টিমোনা উপসাগরে একশত খানি রণতরী মিলিত হইয়াছে। এইখানে সেনাপতি একদিন সেগুলি পরিদর্শন করিলেন। তারপর এশিয়া ও গ্রীসের উপকূলভাগের ঠিক মধ্যখানে নাক্সোস দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। এই দ্বীপটি যেন রাজপথের মধ্যখানে একখানি বিশাল শিলার মত প্রোথিত। সেই পথে যাহাই যাইবে, তিনি সেখান হইতে তাহারই সংবাদ লইতে পারিবেন; সেই সঙ্গে তৎক্ষণাৎ জলদস্যুদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেও সক্ষম হইবেন, তা তাহারা ইজিয়ান সমুদ্রেই প্রবেশ করুক বা ভূমধ্যসাগরেই বাহির হইয়া যাক্।

রণতরীগুলি সারি বাঁধিয়া দ্বীপটির শৈলসঙ্কুল তীরভূমির দিকে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময় উত্তর দিক হইতে একখানি জাহাজ আসিতে দেখা গেল। এরিয়াস জাহাজখানির দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানি মালবাহী জাহাজ; বাইজেনটিয়াম হইতে আসিতেছিল। যে-সংবাদ তাঁহার বিশেষ আবশ্যক ছিল, তিনি জাহাজখানির অধ্যক্ষের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিলেন।

জলদস্যুরা সকলেই ইউক্জাইনের সুদূর উপকূল হইতে আসিতেছে। তাহাদের দলে ষাটখানি রণতরী আছে। রণতরীগুলি সৈন্যে ও অস্ত্রে সজ্জিত। তাহাদের খাদ্যেরও-

অভাব নাই। সেগুলির মধ্যে কয়েকখানিতে এক এক দিকে দুই সারি করিয়া দাঁড় আছে; অবশিষ্ট রণতরীগুলি তিনসারি দাঁড়বিশিষ্ট ও সুদৃঢ়। তাহাদের অধ্যক্ষ হইতেছে, একজন গ্রীক এবং আড়কাঠিরাও সকলে গ্রীক। তাহারা পূর্ব্ব উপকূলের সহিত সুপরিচিত। তাহাদের লুণ্ঠনের সীমা নাই। ফলে, আতঙ্কটা কেবল সমুদ্রে যাহারা চলাচল করিতেছে, তাহাদের মনেই নাই, সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নগরগুলিও দ্বার রুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার পরই প্রাকারশীর্ষে পাহারা বসাইয়া সমুদ্রের উপর দৃষ্টি রাখে। দস্যুদের ভয়ে এই পথে জাহাজ চলাচল একেবারে বন্ধ।

এরিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন—"জলদস্যুরা এখন কোথায় ?"

অধ্যক্ষটি উত্তরে বলিলেন—"লেমন্স দ্বীপে হেকেস্টিয়া নগর লুঠ করে, শত্রুদল থেসালির উপকূলভাগে যে দ্বীপগুলো আছে, সেগুলো অতিক্রম করে ইউরিয়াস আর হেলাস উপসাগরের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।"

গ্রীস ও ইজিয়ান সমুদ্রের মানচিত্র পরীক্ষা করিলে গ্রীসের সুবিখ্যাত উপকূলভাগে ইউরিয়া দ্বীপ চোখে পড়িবে। এই দ্বীপ ও গ্রীসের উপকূলের মাঝে একটি অপরিসর চ্যানেল রহিয়াছে। অতীতকালে ইহার মধ্যে সম্রাট জারাকসেসের রণতরী প্রবেশ করিয়াছিল; এখন দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলকে ইহা আশ্রয় দিয়াছে। এই দিকে কয়েকটি সমৃদ্ধিশালী নগর আছে। তাহাদের ধনৈশ্বর্য্য অত্যন্ত লোভনীয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া এরিয়াসের ধারণা হইল, থারমোপাইলির

উপকূলভাগে কোথায়ও জলদস্যুদের সন্ধান পাওয়া যাইবে। তিনি মনস্থ করিলেন, তাহাদের উত্তর ও দক্ষিণ হইতে বেষ্টন করিবেন। অতএব আর একটি ঘণ্টাও নষ্ট করা যাইতে পারে না। সেইজন্য আর কোথায়ও না থামিয়া তিনি জাহাজ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আকাশপটে উন্নত ওচা পর্ব্বতকে দেখা গেল ; আড়কাঠি চীৎকার করিয়া ঘোষণা করিল—"ইউরিয়া-উপকূল।"

সঙ্কেত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়টানা বন্ধ হইল এবং জাহাজগুলির গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। তারপর আবার যখন চলিতে আরম্ভ করিল, এরিয়াস জাহাজগুলিকে দুই দলে বিভক্ত করিলেন। এক এক দলে রহিল পঞ্চাশখানি করিয়া রণতরী। একটি দলকে লইয়া তিনি চ্যানেলে প্রবেশ করিলেন ; অপর দলটিকে পাঠাইলেন দ্বীপের বহিরুপকূল ধরিয়া তাঁহার বিপরীত দিক দিয়া চ্যানেলে প্রবেশ করিতে।

এদিকে বেন-হুর তাহার বেঞ্চিতে বসিয়া দাঁড় টানিতেছে। প্রত্যেক ছয় ঘণ্টা অন্তর সে ছুটি পায়। আন্টিমোনা উপসাগরে বিশ্রামের ফলে তাহার শরীরে শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। দাঁড় টানিতে তাহার আর কষ্ট হইতেছে না। তাহা ছাড়া, তাহাদের সর্দ্দারও তাহার কাজে কোন ত্রুটি ধরিতেছেন না।

তাহার সুদীর্ঘ দাস-জীবনে জাহাজ চলিবার কালে কেবিনের পাটাতনের উপর সূর্য্যের আলোক দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিত, জাহাজখানি কোন্ দিকে চলিতেছে। তাহার সঙ্গী দাসগণের

মতই ব্যাপারটি যে কি ঘটিতেছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই, এবং জাহাজ-পরিচালনায় তাহার কোন আগ্রহও ছিল না। তাহার স্থান হইতেছে দাঁড়ে ; জাহাজ চলুক বা নোঙর করিয়াই থাকুক, তাহাকে সেই স্থানেই থাকিতে হইত। তিন বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র একটি বার তাহাকে ডেকের উপর হইতে চারধার দেখিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। আর সে কখন তাহা আমরা দেখিয়াছি। সে জানিতই না যে, যে রণতরীখানি সে পরিচালনে সাহায্য করিতেছিল, তাহার কাছেই রহিয়াছে এক বিশাল নৌ-বহর এবং তাহা সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। আর, তাহারা কিসের সন্ধানে ফিরিতেছে, তাহাও সে জানিত না।

সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় যখন তাহার রশ্মিটুকু কেবিনের মেঝে হইতে টানিয়া লইয়া গেল, জাহাজখানি তখনও উত্তর দিকে চলিতেছে। রাত্রি আসিল, তবুও বেন-হুর কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিল না। সেই সময় ডেকের উপর হইতে বাতাসে নীচে ধূপ-ধূনার গন্ধ ভাসিয়া গেল।

বেনহুর ভাবিল—"সেনাপতি বেদীর সম্মুখে প্রার্থনা করছেন। আমরা কি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি ?"

সে সজাগ হইয়া রহিল।

সে বহু যুদ্ধের মাঝখানে গিয়া পড়িয়াছে, তবুও সেগুলির একটিও দেখে নাই। তাহার নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চিখানির উপর বসিয়া তাহার মাথার উপরে ও পাশে যুদ্ধের হুঙ্কার, অস্ত্রের

ঝন্‌ঝনা ও আহতের আর্ত্তনাদ শুনিয়াছে। গায়কের সঙ্গে সঙ্গীতের যেমন পরিচয় থাকে, যুদ্ধের বহু আয়োজন সম্বন্ধেই তাহার জ্ঞান আছে। গ্রীকই হোক বা রোমানই হোক, যুদ্ধের পূর্ব্বে সে দেবোদ্দেশ্যে বলিদান করিবেই। সমুদ্র-যাত্রার পূর্ব্বে ও যুদ্ধের প্রাক্কালে একই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়।

যথাসময়ে লণ্ঠনগুলি জ্বালিয়া সিঁড়ির পাশে টাঙাইয়া দেওয়া হইল। সেনাপতি ডেকের উপর নামিয়া আসিলেন। তাঁহার আদেশে নৌ-সৈন্যেরা বর্ম্ম পরিধান করিল এবং তাঁহার আদেশে প্রকাণ্ড খোলে করিয়া বর্শা, সড়কি এবং তীর আনিয়া মেঝের উপর রাখা হইল। সেই সঙ্গে আনা হইল, সহজদাহ্য তৈলভরা কতকগুলি জালা, তূলার বড় বড় গুলিভরা কতকগুলি ঝুড়ি। সেই সকল গুলি সলিতার মত পাকাইয়া আল্‌গাভাবে তৈয়ারী। তারপর বেনহুর যখন দেখিল, সেনাপতি তাঁহার প্ল্যাটফরমে উঠিয়া বর্ম্ম পরিধান করিলেন, তাঁহার হেলমেট ও ঢাল বাহির করিয়া লইলেন, তখন এই সাজ-সজ্জা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

প্রত্যেক বেঞ্চির সহিত একগাছি করিয়া ভারী শিকল ও বেড়ি ছিল। দাঁড়ীদের সর্দ্দার প্রত্যেক দাঁড়ীকে তাহা দিয়া বেঞ্চির সহিত বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সর্দ্দারের ইচ্ছা দাঁড়ীদের পালন করিতেই হইবে ; যুদ্ধে যাহাই ঘটুক, তাহাদের কাহারও সেখান হইতে একতিলও নড়িবার উপায় নাই।

সর্দ্দার তাহাদের কাছে উপস্থিত হইলেন। তিনি এখন এক নম্বর দাঁড়ীকে বাঁধিতেছেন। শিকলটির শব্দ হইতেছে ভয়ঙ্কর। অবশেষে তিনি ষাট নম্বর দাঁড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন! বেনহুর হতাশায় শান্ত; সে দাঁড়টি তুলিয়া সর্দ্দারের দিকে পা বাড়াইয়া দিল। তখন সেনাপতি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—উঠিয়া বসিলেন—সর্দ্দারকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিলেন।

বেনহুরের মনে সহসা এক পরিবর্ত্তন আসিল। সেনাপতি দাঁড়ীদের সর্দ্দারের দিক হইতে তাহার দিকে তাকাইলেন। বেনহুরের মনে হইল, সে জাহাজের যে পাশে ছিল, তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সেনাপতি সর্দ্দারকে কি বলিলেন, তাহা সে শুনিতে পাইল না; তাহার আবশ্যকও নাই। শিকলটি যে আঙটা হইতে পূর্ব্বের মত বৃথা ঝুলিতে লাগিল ইহাই যথেষ্ট। সর্দ্দার তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়া বসিয়া দাঁড়ের তালে তালে টেবিলের উপর হাতুড়ি দিয়া বাজাইতে লাগিলেন। আজিকার শব্দটা পূর্ব্বে এমন সঙ্গীতের মত বোধ হয় নাই। সে দাঁড়ের সীসা-মোড়া হাতলটিতে বুক লাগাইয়া এত জোরে টানিল যে দাঁড়খানি বাঁকিয়া গেল। তখন মনে হইতে লাগিল, দাঁড়খানি এখনই ভাঙিয়া যাইবে।

সর্দ্দার সেনাপতির কাছে গিয়া তাঁহাকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া সহাস্যে বলিলেন—"কি শক্তি?"

সেনাপতি বলিলেন—"কি তেজ! শেকল দিয়ে না বাঁধলে আরও ভাল হয়। ওকে আর শৃঙ্খলিত করো না।"

এই বলিয়া তিনি কাউচের উপর আবার শুইয়া পড়িলেন।

শান্ত সমুদ্র। একটুও বাতাস নাই। জাহাজখানি দাঁড়ের জোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিতেছে। যাহাদের এখন অবসর, তাহারা সকলে ঘুমাইতেছে—এরিয়াস কাউচে, নাবিকেরা মেঝেয়।

ঊষার প্রাক্কালে সমুদ্রবক্ষে গাঢ় অন্ধকার নামিল; অ্যাসট্রেইয়া অবাধে চলিতেছে। এমন সময় একটি লোক ডেকের উপর নামিয়া আসিয়া প্ল্যাটফরমে যেখানে সেনাপতি ঘুমাইতেছিলেন, সেখানে গিয়া তাঁহাকে জাগাইল।

এরিয়াস উঠিয়া মাথায় হেলমেট পরিলেন, কোমরে তলোয়ার বাঁধিলেন এবং হাতে ঢাল লইয়া নৌ-সেনাধ্যক্ষের কাছে গিয়া বলিলেন—"জলদস্যুরা কাছেই আছে। ওঠ—প্রস্তুত হও।"

তারপর শান্ত মুখে, দৃঢ় পদে, মনে জয়ের স্থির প্রতীতি লইয়া সিঁড়ি-পথে উপরে উঠিয়া গেলেন।

জাহাজের সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছে।

পদস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। নৌ-সৈন্যেরা অস্ত্র-শস্ত্র লইল এবং স্থলসৈন্যের মত অধ্যক্ষের আদেশে এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় গিয়া দাঁড়াইল। তূণভরা তীর ও পাঁজাভরা বর্শা আনিয়া ডেকের উপর রাখা হইল। জাহাজের কেন্দ্রস্থলে সিঁড়ির পাশে রাখা হইল তৈলের পিপা ও তূলার গুলি। আরও অনেকগুলি লণ্ঠন জ্বালা হইল। বাল্‌তিগুলি জলে পূর্ণ করা হইল। যে সকল দাঁড়ির তখন অবসর ছিল, তাহাদের সৈন্যপরিবেষ্টিত করিয়া সর্দ্দারের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সৌভাগ্যবশতঃ তাহাদের মধ্যে বেনহুর ছিল। সে শেষ আয়োজনের উপরে চাপা শব্দ শুনিতে পাইল—নাবিকেরা পাল বাঁধিতেছে, জাল মেলিয়া দিতেছে, বক-যন্ত্রটি খুলিয়া রাখিতেছে এবং জাহাজের দুই পাশে পুরু চামড়ার বর্ম্ম ঝুলাইতেছে। তাহার কিছুক্ষণ পরেই জাহাজের সর্ব্বত্র স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। অস্পষ্ট শঙ্কায় এই স্তব্ধতা পরিপূর্ণ। ইহার অর্থ যেন—সকলে প্রস্তুত।

ডেকের উপর হইতে নীচে দাঁড়ীদের সর্দ্দারের কাছে একটি সঙ্কেত পাঠানো হইল। সিঁড়ির উপর যে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীটি ছিলেন, সংবাদটি পাঠানো হইল তাঁহার মারফৎ। হঠাৎ দাঁড়গুলি থামিয়া গেল। ইহার অর্থ কি?

পিছনে আর একখানি জাহাজের দাঁড় টানিয়া আসার শব্দের মত শব্দ শোনা গেল এবং অ্যাসট্রেইয়া ছুলিয়া উঠিল, যেন সে ঢেউয়ের মাঝখানে গিয়া পড়িতেছে। কাছেই এক নৌ-বহরের কথা বেনহুরের মনে পড়িল—সম্ভবতঃ তাহা আক্রমণের জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইতেছে। তাহার সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালিত হইল।

ডেকের উপর হইতে আবার সঙ্কেত আসিল। দাঁড়গুলি জলে পড়িল; জাহাজ আবার অতি ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে কোন শব্দ নাই, ভিতরেও কোন শব্দ নাই, অথচ প্রত্যেকটি লোক স্বতঃই আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। এমন কি জাহাজখানিও যেন বুঝিতে পারিয়া বাঘের মত গুঁড়ি দিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই অবস্থায় সময়ের আন্দাজ হয় না; সেইজন্য বেনহুর বুঝিতে পারিল না, তাহারা কতটা অগ্রসর হইল। অবশেষে ডেকের উপর হইতে বিষাণ বাজিয়া উঠিল—স্পষ্ট, পূর্ণ এবং দীর্ঘ তাহার ধ্বনি। দাঁড়ীদের সর্দ্দার টেবিলের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন; দাঁড়ীরা হঠাৎ বিপুল শক্তিতে একযোগে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। তৎক্ষণাৎ জাহাজের প্রত্যেক তক্তা যেন কাঁপিয়া উঠিল; সে তাহাতে সাড়া দিয়া এক লাফে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল। পিছন হইতে অল্প সময়ের জন্য কতকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তাহার সহিত যোগ দিল কতকগুলি অপরিচিত বিষাণ-ধ্বনি।

সম্মুখে কিছুই নাই, সবই পিছনে। আবার প্রচণ্ড আঘাত লাগিল; সর্দ্দারের সম্মুখে যে দাঁড়ীরা ছিল, তাহারা টলিয়া পড়িল, কয়েকজন পড়িয়া গেল। জাহাজখানি একটু পিছনে হটিল; তারপরই সে বেগ সামলাইয়া লইয়া সম্মুখের দিকে প্রবল বেগে অগ্রসর হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিষাণের ও সংঘর্ষের শব্দের উপর দিয়া উঠিল শতকণ্ঠের ভয়ার্ত্ত সুতীক্ষ্ণ চীৎকার; ক্ষণপরেই বেনহুর অনুভব করিল, তাহার পায়ের নীচে, জাহাজের তলায়, কি যেন ভাঙিবার, গুঁড়া হইবার, ডুবিয়া যাইবার ঘর্ঘর শব্দ। তাহার চারধারে যাহারা ছিল, তাহারা সভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। ডেকের উপর হইতে জয়ধ্বনি উঠিল—রোমানদের রণতরীর সুতীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে শত্রু পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্র কাহাদের গিলিয়া ফেলিল?

এদিকে থামিবার, বিশ্রাম করিবার সময় নাই। অ্যাস্ট্রেইয়া সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। জন কয়েক নৌ-সেনা ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল এবং কতকগুলি তূলার গুলি তৈলে ভিজাইয়া সিঁড়ির উপর যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের হাতে হাতে সেগুলি ডেকের উপর যাহারা ছিল তাহাদের কাছে পাঠাইয়া দিল। যুদ্ধের ভীষণতার সহিত এবার যোগ করা হইবে অগ্নি।

পরক্ষণেই জাহাজখানা এমন দুলিয়া উঠিল যে, উপর দিকে যে দাঁড়ীরা ছিল, তাহারা বহুকষ্টে বসিয়া রহিল। আবার শোনা গেল, রোমানগণের উল্লাসধ্বনির সহিত হতাশার

আর্ত্তনাদ। একখানি বিপক্ষীয় জাহাজকে অ্যাসট্রেইয়ার সম্মুখভাগের বিশাল বকযন্ত্রটি জল হইতে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল। এখনই জাহাজখানিকে উপর হইতে ফেলিয়া ডুবাইয়া দিবে।

বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পিছনে অবর্ণনীয় রণরোল প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মড়্ মড়্ শব্দ হয়, তাহার পরই শোনা যায়, ভয়ার্ত্ত কণ্ঠের আর্ত্তনাদ। তাহা হইতে বোঝা যাইতে লাগিল, আরও জাহাজ সংঘর্ষে ডুবিয়া যাইতেছে। সেই সময় যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে ডুবিতেছে, সেই সকল জাহাজের নাবিকেরা।

যুদ্ধটা যে কেবল একটা দিকেই হইতেছে, তাহা নয়। মাঝে মাঝে দুই একজন রোমানকেও রক্তাপ্লুতদেহে নীচে লইয়া যাওয়া হইতেছে ; সে হয়ত মেঝেয় শুইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

কখন কখন ধোঁয়া ও বাষ্প একসঙ্গে মিশিয়া ভাসিয়া আসিতেছে এবং জাহাজের আলোগুলিকে ম্লান করিয়া দিতেছে। সেই সঙ্গে আসিতেছে মনুষ্যদেহ দগ্ধের উৎকট গন্ধ। বেনহুর বুঝিতে পারিল যে, তাহারা একখানি জ্বলন্ত জাহাজ ও তাহার অসহায় দাঁড়ীদের দগ্ধদেহের ধূমরাশির মধ্য দিয়া চলিতেছে। সে নিঃশ্বাস লইবার জন্য হাঁফাইতে লাগিল।

তখন পর্য্যন্ত অ্যাসট্রেইয়া চলিতেছিল। সহসা তাহার গতি রুদ্ধ হইল। সম্মুখের দিকের দাঁড়গুলি দাঁড়ীদের হাত হইতে

সম্মুখের দিকে পড়িয়া গেল, সেই সঙ্গে তাহারাও বেঞ্চি হইতে সম্মুখের দিকে গেল পড়িয়া। তারপর ডেকের উপর শোনা গেল অনেকগুলি পদশব্দ এবং পাশ হইতে জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষের প্রচণ্ড ধ্বনি। সর্দ্দারের হাতুড়ির শব্দ এই হট্টগোলের মধ্যে ডুবিয়া গেল। সকলে আতঙ্কে জাহাজের পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িল, অনেকে লুকাইবার মত স্থান খুঁজিতে লাগিল।

এই অবস্থায় উপর হইতে নীচে বেনহুরের কাছে একটি লোক আসিয়া সশব্দে পড়িল। লোকটির দেহে প্রাণ নাই ; শরীর অর্দ্ধনগ্ন ; মুখে ঘন শ্মশ্রু, বুকের উপর পুরু চামড়ার ঢাল। লোকটা উত্তরের দেশের বর্ব্বর অধিবাসীদের একজন। কিন্তু সে কি করিয়া এখানে আসিল ? অ্যাসট্রেইয়ার বকযন্ত্রটি কি তাহাকে পাশের জাহাজ হইতে তুলিয়া আনিয়াছে ?—না, অ্যাসট্রেইয়াতে অন্য জাহাজের লোক উঠিয়াছে। রোমানরা তাহাদের নিজেদের জাহাজের উপর যুদ্ধ করিতেছে। বেনহুরের দেহ-মনের উপর দিয়া আতঙ্কের শিহরণ বহিয়া গেল। এরিয়াসকে হয়ত তাহার শত্রুরা চারধার হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে—তিনি আত্মরক্ষা করিতেছেন। যদি তাঁহাকে শত্রুরা বধ করে! বেনহুরের অন্তরে যে আশা ও স্বপ্ন উদিত হইয়াছে, তাহা কি কেবল আশা ও স্বপ্ন হইয়াই থাকিবে? মাতা ও ভগ্নী—গৃহ—স্বদেশ—সে কি আর তাহাদের দেখিতে পাইবে না? না, তাহা হইতে দেওয়া হইবে না—এরিয়াসকে মরিতে দেওয়া হইবে না। ক্রীত-দাস হইয়া জাহাজে বাঁচিয়া

থাকা অপেক্ষা তাহার সহিত জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াও অন্ততঃ সুখের।

বেনহুর আর একবার চারধারে তাকাইয়া দেখিল। কেবিনের ছাদের উপর তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল। অ্যাস্ট্রেইয়ার দুই পাশে শত্রুপক্ষীয় জাহাজগুলি বার বার ধাক্কা দিতেছে। বেঞ্চির উপর ক্রীতদাসেরা তাহাদের পায়ের শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতেছে ও ব্যর্থ হইয়া উন্মাদের মত চীৎকার করিতেছে। রক্ষীরা উপরে উঠিয়া গিয়াছে, কোথায়ও শৃঙ্খলা নাই, চারধারে আতঙ্ক। না, ঐ যে দাঁড়ীদের সর্দ্দার তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে তেমনই শান্ত ভাবে বসিয়া আছেন—তবে তাঁহার হাতে হাতুড়িটি বা কোন অস্ত্র নাই। বেনহুর শেষ বারের মত তাঁহাকে একবার দেখিয়া লইল। তারপর সেখান হইতে এরিয়াসের অন্বেষণে চলিয়া গেল।

তাহার ও পিছনের দিকে উঠিবার সিঁড়ির মাঝে ব্যবধানটা ছিল সামান্যই। সে এক লাফে তাহার উপর উঠিল এবং মাঝখানে এমন এক জায়গায় গিয়া পৌঁছিল, যেখান হইতে তাহার চোখে পড়িল—অগ্নির আলোকে রক্তিম আকাশ, পাশে কয়েকখানি জাহাজ ও ধ্বংসাবশেষে আচ্ছাদিত সমুদ্র, আড়কাঠি যে অংশে থাকে, তাহার নিকটেই যে যুদ্ধ হইতেছিল তাহা। সে দেখিল, শত্রুর সংখ্যা অনেক, রক্ষাকারীর সংখ্যা অল্প। কিন্তু বেশিক্ষণ ইহা দেখিতে পাইল না; হঠাৎ তাহার পায়ের নীচে সিঁড়ি কে যেন ভাঙিয়া দিল। সেই সঙ্গে

সে পড়িল নীচে পিছনের দিকে। সে যখন পাটাতনে গিয়া পৌঁছিল, তখন মনে হইল তাহা যেন উপরের দিকে শতখণ্ডে ভাঙিয়া যাইতেছে। তারপর পলকের মধ্যে জাহাজের পিছনের অংশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। সমুদ্রের জল যেন অপেক্ষা করিতেছিল; তৎক্ষণাৎ তাহা সেই পথে বেগে, কল্লোল ও ফেনা তুলিয়া এক লাফে জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করিল। বেনহুরের চারধারে অন্ধকার ও তরঙ্গময় জলধারা। বেনহুরের সাহস ছিল, শক্তি ছিল; এরূপ অবস্থায় পড়িলে প্রকৃতি শরীরে ও মনে আরও শক্তির সঞ্চার করে। তথাপি সেই অন্ধকার, আবর্ত্ত ও জলোচ্ছ্বাসে সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

জলধারা প্রথমে আপনার বেগে তাহাকে কাষ্ঠখণ্ডের মত কেবিনের মধ্যে ঠেলিয়া লইয়া গেল। সেখানেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিত। কিন্তু জাহাজখানি তখন ডুবিতেছিল। সেইজন্য নীচে জলের ধাক্কায় সে আবার বাহির হইয়া জাহাজের আল্‌গা ধ্বংসাবশেষের সহিত উপরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সেই সময়ে তাহার হাতে কি একটা ঠেকিল; সে তাহা চাপিয়া ধরিল। যতটুকু সময় সে জলের তলায় ছিল, ততটুকু সময়কেই তাহার মনে হইতেছিল—এক যুগ। অবশেষে জলের একেবারে উপরে ভাসিয়া উঠিয়া দীর্ঘ কেশ ও চোখের জল হাত দিয়া মুছিয়া যে তক্তাখানি, সে ধরিয়াছিল, তাহার উপর উঠিয়া বসিল এবং চারধারে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

সমুদ্রের উপর অর্দ্ধ-স্বচ্ছ কুয়াশার মত ধূমরাশি বিস্তৃত হইয়া আছে। এখানে-ওখানে আগুন জ্বলিতেছে। বেনহুর বুঝিল, সেগুলি জ্বলন্ত জাহাজ। তখনও যুদ্ধ হইতেছিল ; কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, সে যুদ্ধে বিজেতা কে।

সে দেখিল, মাঝে মাঝে দুই একখানি জাহাজ চলিয়া যাইতেছে। আলোর বিপরীত দিকে পড়িতেছে তাহাদের ছায়া। অপর দিকে দূর হইতে জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষধ্বনি কানে আসিতেছে। অ্যাসট্রেইয়া যখন ডুবিয়া যায়, সেই সময় তাহার নিজের ও দুইখানি বিপক্ষীয় জাহাজের যে নাবিকেরা তাহার উপর উঠিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদের লইয়াই তলাইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে এখন একসঙ্গে উপরে ভাসিয়া উঠিয়া তক্তা বা যে কোন আশ্রয়ের উপর উঠিয়া পরস্পরকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে চাপিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে বা ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কখন কখন কোমর হইতে কিরীচ বা তলোয়ার লইয়া পরস্পরের বুকে, পেটে বা ঘাড়ে বসাইবার জন্য প্রবল চেষ্টা আরম্ভ করিল। তাহাদের জন্য সমুদ্র স্থানে স্থানে আলোড়িত হইতেছে।

তাহাদের এই যুদ্ধের সহিত বেনহুরের কোনই সম্পর্ক নাই। তাহারা সকলেই তাহার শত্রু। এই তক্তাখানি গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে এমন একজনও নাই যে, তাহাকে হত্যা না করিবে। সে তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সেই সময় সে অতি দ্রুত দাঁড়টানার শব্দ শুনিতে পাইল, এবং দেখিল, একখানি জাহাজ আসিতেছে। জাহাজের দীর্ঘ সম্মুখ ভাগকে দ্বিগুণতর দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল ; তাহার গায়ে সোনালী কারুকার্য্যগুলির উপর লাল আলো পড়িয়া জাহাজখানিকে দেখাইতে লাগিল সাপের মত। তাহার নীচে জল হইয়া উঠিয়াছে ফেনিল চঞ্চল।

সে বহু-কষ্টে তাহার তক্তাখানি জাহাজের গতিপথ হইতে সরাইবার চেষ্টা করিল। তক্তাখানি অত্যন্ত প্রশস্ত। এই অবস্থায় হাতখানেক দূরে সমুদ্রের মধ্য হইতে সোনালী আলোকরেখার মত ভাসিয়া উঠিল, একটি হেলমেট। তাহার পরই দেখা গেল, দুইখানি সবল দীর্ঘ বাহু ; তাহাদের অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত। বাহু দুইখানি দেখিয়া মনে হইল, তাহাদের বন্ধন অতি দৃঢ়। বেনহুর সভয়ে সরিয়া গেল।

হেলমেটটি এবং সেই সঙ্গে যে-মাথাটি তাহা ঢাকিয়া ছিল, তাহা একেবারে উপরে উঠিয়া আসিল। তারপর দেখা গেল সম্পূর্ণ দুইখানি বাহু। বাহু দুইখানি প্রবল বেগে জলে আঘাত করিতে লাগিল। মাথাটি ঘুরিল, মুখখানিও আলোর দিকে ফিরিল। বেনহুর দেখিল, মুখবিবর উন্মুক্ত, চোখ দুটি বিস্ফারিত, দৃষ্টিহীন, মুখের রঙ পাংশু—নিমজ্জমান ব্যক্তির মুখ। ইহার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু নয়! তবুও বেনহুর আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মুখখানি আবার যখন তলাইয়া যাইতেছে, তখন সে হেলমেটটি যে শিকল দিয়া মুখের সহিত

বাঁধা ছিল, তাহা চাপিয়া ধরিল এবং লোকটিকে টানিয়া তক্তার উপর আনিল।

এই লোকটি হইতেছেন, এরিয়াস—নৌ-সেনাপতি।

জাহাজখানি চলিয়া যাওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জল ভয়ঙ্কর ফেনিল ও চঞ্চল হইয়া রহিল। বেনহুর প্রাণপণ শক্তিতে একহাতে তক্তাখানি চাপিয়া ধরিয়া আর এক হাতে এরিয়াসের মাথাটি জলের উপর তুলিয়া রাখিল। জাহাজখানি তাহাদের দুই জনের একেবারে পাশ দিয়া দাঁড় টানিতে টানিতে চলিয়া গেল। তাহার তলায় যে কত লোক পড়িল, সেদিকে তাহার চেতনা নাই। হঠাৎ দূরে একটা সংঘর্ষের শব্দ উত্থিত হইল; সেই সঙ্গে শোনা গেল চীৎকার। বেনহুর সেদিকে ফিরিয়া তাকাইল। বেনহুরের হৃদয় নিষ্ঠুর আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল—অ্যাসট্রেইয়াকে ধ্বংসের প্রতিশোধ!

তাহার পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। যাহারা বাধা দিতেছিল, তাহারা পলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বিজয়ী কাহারা? বেনহুর বুঝিতে পারিল, এই ঘটনার উপর তাহার স্বাধীনতা কতখানি নির্ভর করিতেছে। সে তক্তাখানি এরিয়াসের দেহের নীচে ঠেলিয়া দিল এবং তখন হইতে তাহাকে সেখানে রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। ধীরে রাত্রি প্রভাত হইল। তাহার মন আশা ও আশঙ্কায় ভরিয়া গেল। দিনের আলোর সঙ্গে কাহারা আসিবে? রোমানরা, না, জলদস্যুরা? যদি জলদস্যুরা হয়, তাহা হইলে এরিয়াসের সর্ব্বনাশ।

অবশেষে দিনের আলো ফুটিল। বাতাস স্থির। বেনহুর বামে বহু দূরে স্থলভাগ দেখিতে পাইল। কিন্তু সেখানে যাইবার চেষ্টা করা বৃথা। তাহারই মত সমুদ্রের বুকে এখানে-ওখানে অনেকে ভাসিতেছে। সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে কালো ছাই, জ্বলন্ত ও ধূমায়িত সামগ্রীতে আচ্ছন্ন। বহুদূরে একখানি জাহাজ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার পাল ছিন্ন, দাঁড়গুলিও স্থির হইয়া আছে। সেখান হইতে আরও দূরে—বহুদূরে—সে দেখিতে পাইল, একটি দাগের মত কি যেন নড়িতেছে। সে ভাবিল, তাহা কোন পলায়মান বা পশ্চাদ্ধাবনকারী জাহাজ বা কোন শ্বেতবর্ণ সামুদ্রিক পাখীও হইতে পারে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিয়া গেল। তাহার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইল। যদি সত্বর সাহায্য না পাওয়া যায়, এরিয়াসের মৃত্যু হইবে। তিনি এমন শান্ত হইয়া পড়িয়া আছেন যে, এক এক সময় মনে হইতেছে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সে তাঁহার হেলমেটটি খুলিয়া লইল; তারপর আরও কষ্টের সহিত কোমর হইতে কিরীচখানি টানিয়া বাহির করিল এবং হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, এরিয়াসের হৃদয় তখনও স্পন্দিত হইতেছে। তাহার অন্তর আশায় পূর্ণ হইয়া গেল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নাই।

অবশেষে এরিয়াস কথা বলিলেন—

প্রথমে অস্পষ্ট প্রশ্ন করিলেন—তিনি কোথায়, কে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, কি করিয়া রক্ষা পাইলেন। ক্রমে তাঁহার কথাবার্তা-স্পষ্ট হইয়া আসিল। তিনি যুদ্ধের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিশেষে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিল; তিনি অনর্গল কথা বলিতে লাগিলেন।

"—দেখতে পাচ্ছি, এখান থেকে আমাদের দুজনের উদ্ধার যুদ্ধের ফলের ওপর নির্ভর করছে। তুমি আমার জন্য কি করেছ, তাও দেখতে পাচ্ছি। ঠিকমত বল্‌তে গেলে, তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার জীবন রক্ষা করেছ। আমি স্পষ্টতঃ তা স্বীকার করি। যাই হোক না, তুমি আমার ধন্যবাদার্হ। যদি আমি বাঁচি, তোমাকে মুক্তি দিয়ে, তোমার মা-বোনের কাছে বাড়িতে তোমায় পাঠিয়ে দেব। অথবা যা তোমার ভাল লাগে তুমি তাই করবে। আমার কথা শুনছ কি?"

—"শোনা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। ভগবানকে ধন্যবাদ, ঐ একখানা জাহাজ আসছে।"

—"কোন্ দিকে?"

—"উত্তর দিক থেকে।"

—"ওর বাইরের চিহ্ন দেখে ওটা কোন্ দেশের বলতে পার?"

—"না। আমার কাজ ছিল দাঁড়-টানা।"

—"ওর নিশান আছে ?"

—"আমি দেখতে পারছি না।"

এরিয়াস কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিলেন—তিনি গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জাহাজখানা কি এখনও এইদিকে আসছে ?"

—"এখনও আসছে।"

—"যদি রোমান হয়, তাহলে ওর মাস্তুলের মাথায় হেলমেট থাকবে।"

—"তাহলে নিশ্চিন্ত হোন। আমি হেলমেট দেখতে পাচ্ছি।"

তবুও এরিয়াস নিশ্চিন্ত হইলেন না।

বেনহুর বলিল—"জাহাজখানা থাম্‌ল। ওর ওপর থেকে একখানা নৌকো নামিয়ে দেওয়া হল। নৌকোর লোকগুলো সমুদ্রে যারা ভাসছে, তাদের তুলে নিচ্ছে। দস্যুরা সদয় হয় না।"

—"ওদের দাঁড়ির দরকার হতে পারে।" এরিয়াস উত্তর দিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার মনে পড়িল, দাঁড়ির অভাব পূর্ণ করিবার জন্য তিনিও শত্রুপক্ষীয় লোকদের সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

বেনহুর জাহাজের নাবিকদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিল ; বলিল—"জাহাজখানা চলে যাচ্ছে।"

—"কোথায় ?"

—"আমাদের দক্ষিণে একখানা জাহাজের দিকে। জাহাজ-খানাতে কোন লোকজন নেই বলে মনে হচ্ছে। ঐ যে সে পাশে গিয়ে ভিড়ল। ঐ ওর ওপরে নাবিকদের পাঠাচ্ছে।"

এরিয়াস তখন চোখ মেলিলেন এবং চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। জাহাজখানির দিকে একবার তাকাইয়া বেনহুরকে বলিলেন— "তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দাও—তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দাও—আমি আমার দেবতাদের যেমন ধন্যবাদ দিচ্ছি। জলদস্যু হলে ঐ জাহাজখানাকে রক্ষা না করে ডুবিয়ে দিত। ওর কাজ আর মাস্তুলের হেলমেট দেখে বুঝতে পারছি যে, ওখানা রোমান জাহাজ। আমারই জয়। ভাগ্যলক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করেন নি। আমাদের জীবন রক্ষা হ'ল। হাত নাড়—ওদের ডাক—শীঘ্র ওদের এখানে আন। আমার পদোন্নতি হবে—আর তোমার ? তোমার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল—আমি তাঁকে ভালবাসতাম। তিনি বাস্তবিকই প্রিন্স ছিলেন। তিনি আমাকে শিখিয়ে ছিলেন, য়িহুদি বর্ব্বর ছিলেন না। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি আমার ছেলের মত হবে। নাবিকদের ডাক। শীঘ্র! দস্যুদের পিছনে ধাওয়া করতেই হবে। একজন দস্যুকেও ছাড়া হবে না। শীঘ্র ওদের আন।"

জুডা তক্তাখানির উপর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাত নাড়িতে

নাড়িতে প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিতে লাগিল। অবশেষে সেই ছোট নৌকাখানির নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। তাহারা দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাদের দুইজনকে তুলিয়া লইল।

এরিয়াস বীর-সম্মানে জাহাজে উঠিলেন। ডেকের উপর একখানি কাউচে শুইয়া তিনি যুদ্ধের ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলেন। সমুদ্রে যাহারা ভাসিতেছিল, তাহাদের যখন তুলিয়া লওয়া হইল, তখন এরিয়াস আবার নূতন করিয়া তাঁহার জাহাজে সেনাপতির নিশান উড়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার নৌবহরের অপর অংশের সহিত মিলিয়া জয় সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে উত্তর দিকে দ্রুত জাহাজ চালাইয়া দিলেন। যথাসময় পঞ্চাশ-খানি রণতরী চ্যানেলপথে পলাতক দস্যু-জাহাজগুলির সম্মুখীন হইল ও তাহাদের সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। একখানিও পলাইতে পারিল না। বিশখানি দস্যুজাহাজ বন্দী করিয়া সেনাপতি জয়ের গৌরব পরিপূর্ণ করিলেন।

সমুদ্রযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাইসেনামের সেই বন্দরে এরিয়াস বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিলেন। তাঁহার সহিত যে যুবকটি ছিল, সে তাঁহার বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে এরিয়াস বেনহুরের ইতিহাসটুকু গোপন করিয়া সস্নেহে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তারপর বেনহুরকে কাছে ডাকিয়া তাহার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিলেন—"বন্ধুগণ! এই আমার ছেলে, আমার

উত্তরাধিকারী—আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী—যদি দেবতাদের আশীর্ব্বাদে আমি শেষ পর্য্যন্ত কিছু রেখে যেতে পারি। ও আমারই নামে পরিচিত হবে। আমি প্রার্থনা করি, তোমরা আমাকে যেমন ভালবাস, ওকেও তেমনই ভালবাসবে।”

তারপর সুযোগমত এরিয়াস বেনহুরকে পোষ্য গ্রহণ করিলেন। বেনহুর ক্রমে সম্ভ্রান্তবংশীয়দের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিল।

উত্তরাধিকারী—আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী—যদি দেবতাদের আশীর্ব্বাদে আমি শেষ পর্য্যন্ত কিছু রেখে যেতে পারি। ও আমারই নামে পরিচিত হবে। আমি প্রার্থনা করি, তোমরা আমাকে যেমন ভালবাস, ওকেও তেমনই ভালবাসবে।"

তারপর সুযোগমত এরিয়াস বেনহুরকে পোষ্য গ্রহণ করিলেন। বেনহুর ক্রমে সম্ভ্রান্তবংশীয়দের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিল।

এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে একদিন—

তখনও দ্বিপ্রহর হয় নাই, একখানি মাল ও যাত্রিবাহী জাহাজ সমুদ্রের নীল বক্ষ হইতে ওরোনটিস নদীর মোহনায় প্রবেশ করিল। তাহার লক্ষ্য সম্মুখে আনটিয়ক বন্দর। আনটিয়ক ছিল, সে-সময়ে ঐশ্বর্য্য ও শক্তিতে রোমের পরই।

অসহ্য গ্রীষ্ম। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত যাত্রীদের সহিত বেনহুরও ডেকের উপর পালের ছায়ায় বসিয়া আছে। সেই সময়ে আরও দুইখানি জাহাজ নদী-মোহনায় প্রবেশ করিল এবং পাশ দিয়া যাইতে যাইতে প্রত্যেকখানি জাহাজ হইতে নাবিকেরা উজ্জ্বল হলুদ-রঙের নিশান জলে ফেলিয়া দিল। এই ব্যাপার লইয়া যাত্রীরা নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। অবশেষে একজন যাত্রী বলিল—"ঐ নিশান ফেলার অর্থ আমি জানি। জাতি বোঝাবার জন্যে জাহাজগুলো থেকে নিশান ফেলা হয় নি। জাহাজের মালিক কে তাই বোঝাবার জন্যে ওটা করা হয়েছে।"

—"মালিকের কি অনেক জাহাজ আছে?"

—"আছে।"

—"আপনি তাকে জানেন?"

—"তার সঙ্গে আমি কারবার করেছি—"

যাত্রীরা তাহার দিকে এমন ভাবে তাকাইয়া রহিল, যাহার অর্থ—যেন না থামিয়া সে বৃত্তান্তটি বলিয়া যায়। বেনহুর উদগ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল।

এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে একদিন—

তখনও দ্বিপ্রহর হয় নাই, একখানি মাল ও যাত্রিবাহী জাহাজ সমুদ্রের নীল বক্ষ হইতে ওরোনটিস নদীর মোহনায় প্রবেশ করিল। তাহার লক্ষ্য সম্মুখে আনটিয়ক বন্দর। আনটিয়ক ছিল, সে-সময়ে ঐশ্বর্য্য ও শক্তিতে রোমের পরই।

অসহ্য গ্রীষ্ম। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত যাত্রীদের সহিত বেনহুরও ডেকের উপর পালের ছায়ায় বসিয়া আছে। সেই সময়ে আরও দুইখানি জাহাজ নদী-মোহনায় প্রবেশ করিল এবং পাশ দিয়া যাইতে যাইতে প্রত্যেকখানি জাহাজ হইতে নাবিকেরা উজ্জ্বল হলুদ-রঙের নিশান জলে ফেলিয়া দিল। এই ব্যাপার লইয়া যাত্রীরা নানা জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল। অবশেষে একজন যাত্রী বলিল—"ঐ নিশান ফেলার অর্থ আমি জানি। জাতি বোঝাবার জন্যে জাহাজগুলো থেকে নিশান ফেলা হয় নি। জাহাজের মালিক কে তাই বোঝাবার জন্যে ওটা করা হয়েছে।"

—"মালিকের কি অনেক জাহাজ আছে?"

—"আছে।"

—"আপনি তাকে জানেন?"

—"তার সঙ্গে আমি কারবার করেছি—"

যাত্রীরা তাহার দিকে এমন ভাবে তাকাইয়া রহিল, যাহার অর্থ—যেন না থামিয়া সে বৃত্তান্তটি বলিয়া যায়। বেনহুর উদগ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল।

লোকটা শান্তভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল—"সে আনটিয়কে বাস করে। লোকটা অত্যন্ত ধনী। জেরুজালেমে হুর নামে অতি প্রাচীন ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক ব্যক্তি ছিলেন।"

বেনহুর নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল; তবুও তাহার হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল।

লোকটি বলিল—"এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি ছিলেন বণিক। তাঁর কারবার ছিল পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দূরতম প্রদেশেও বিস্তৃত। বড় বড় নগরে ছিল, তাঁর কারবারের শাখা। এই আনটিয়কে তাঁর যে ব্যবসায় ছিল, তার কর্ত্তা ছিল সাইমনাইডিস নামে একটি লোক। কেউ কেউ বলে, সে ছিল হুরদের ভৃত্য। লোকটার নাম গ্রীক কিন্তু সে জাতিতে য়িহুদি। হুর সমুদ্রে ডুবে মারা যান। কিন্তু তাঁর ব্যবসায় আগের মতই চলে। কিছুকাল পরে পরিবারটিতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। হুরের একমাত্র সন্তান, তখন বেশ বড় হয়েছে, শাসনকর্ত্তা গ্রাটাসকে জেরুজালেমের পথে হত্যা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু অল্পের জন্য কৃতকার্য্য হয় না। তারপর থেকে তার আর কোন খবর পাওয়া যায় নি। রোমানের রোষ সমগ্র পরিবারটিকে দগ্ধ করে—তাদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকে না। তাদের প্রাসাদখানা বন্ধ করে সিল করে দেওয়া হয়—এখন সেটা হয়েছে পায়রার বাসা। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়; হুরের নামে যা কিছু ছিল, সবই বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রাটাস তাঁর আঘাতকে স্বর্ণ-সালসায় আরোগ্য করেন।"

যাত্রীরা হাসিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল —"আপনি বলতে চান, তিনিই সম্পত্তিটাকে রেখেছিলেন?"

—"লোকে তাই বলে; আমি যেমন শুনেছি, তেমনি বলছি। তারপর, সাইমনাইডিস ছিল, হুরের এখানকার এজেন্ট। সে অল্পদিনের মধ্যেই নিজের নামে ব্যবসায় খোলে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে এই নগরের সেরা বণিক হয়ে ওঠে যে, বিশ্বাস করা যায় না। মনিবের মতই সেও ভারতবর্ষে ক্যারাভান পাঠাত। বর্ত্তমানে সমুদ্রে তার এত জাহাজ আছে যে, তাই দিয়ে একটা রাজকীয় নৌবহর তৈরি করা যায়। লোকে বলে, তার কিছুই নষ্ট হয় না। তার উটগুলো কেবল যখন বুড়ো হয়, তখনই মরে; তা ছাড়া আর কোন কারণেই মরে না। তার কোন জাহাজও ডোবে না। সে যদি নদীতে কোন কিছুর টুক্‌রো ফেলে দেয়, তাহলে তা সোনা হয়ে তার কাছে ফিরে আসে।"

—"কতদিন সে কারবার করছে?"

—"দশ বছরও হবে না।"

—"নিশ্চয়ই সে আরম্ভে সুবিধা পেয়েছিল?"

—"হাঁ; লোকে বলে শাসনকর্ত্তা হুরের সম্পত্তি—ঘোড়া, মেষ, বাড়ি-ঘর, জমিজায়গা, জাহাজ, জিনিষ-পত্র—নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর টাকাকড়ি পাওয়া যায় নি—নিশ্চয়ই হুরের কোটি কোটি টাকা ছিল। সে টাকার যে কি হ'ল, তা কেউ বলতে পারে না।"

একজন যাত্রী বলিল—"আমি পারি।"

—"আপনার কথা বুঝতে পারছি। আপনার যা ধারণা আরও অনেকের ধারণা তাই। সকলেই মনে করে সাইমনাইডিস সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছে। শাসনকর্ত্তাও তাই বিশ্বাস করেন। তার কাছ থেকে তিনি টাকাগুলো বার করবার জন্য দুবার তার ওপর নির্য্যাতন করেছেন—কিন্তু বার করতে পারেন নি। এখন তার ওপর নির্য্যাতন হবার দিন চলে গেছে। সম্রাট তাকে ব্যবসা করবার অনুমতি স্বহস্তে সই করে দিয়েছেন।"

এইখানেই গল্পটি শেষ হইল।